বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET)
AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

SAMSI AL-HAI MISSION
CO-ED EDUCATION
FOLLOWING CBSE CURRICULUM
(ENGLISH MEDIUM SCHOOL)
ADMISSION + OPEN
ADMISSION + OPEN
Govt. Regd. No.- S/21.5333
www.samsialhaimisson.in
ESTD : 2013
KNOWLEDGE IS POWER

এ্যাকাডেমির লক্ষ :
সম্মনীয় সুধীবৃন্দ,
শিক্ষাই প্রতিটি মানব সন্তানের সুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করে। আবার শিক্ষাই হল মানব জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাহীন জাতি পঙ্গু ও অচল। শিক্ষা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। আমরা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। এখানে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, আরবী গণিত, বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়গুলি যত্ন সহকারে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর দ্বারা পড়ানো হয়। অতএব সমস্ত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আহ্বান করছি যে, আপনাদের আদুরে সন্তান/ সন্ততিদের "সামসী আল-হাই মিশন" এ ভর্তি করে তাদের জীবনকে সফল করুন।

SAMSI AL-HAI MISSION
GIRLS' CAMPUS
FOLLOWING CBSE CURRICULUM
(ENGLISH MEDIUM)
ADMISSION + OPEN
ADMISSION + OPEN
Govt. Regd. No.- S/21.5333
www.samsialhaimisson.in
ESTD : 2013
KNOWLEDGE IS POWER

এ্যাকাডেমির লক্ষ :
শিক্ষার্থীর নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা।
শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com

১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা

বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে

ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস –উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com
১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা
বুলেটিন সংখ্যা

নিউ টাউন পাবলিক স্কুল [উঃ মাঃ]

শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আলাদা করে কোনো কোচিং এর প্রয়জন হয় না

১৮ মার্চ,২০২৬

একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

আমাদের বিশেষত্ব:

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

বিশেষ ধামাকা অফার:

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।

Mobile: 7865852758 / 9476268597

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 5

সংবাদ
নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

অবসান মুকুল-যুগের

দিদির ছায়াসঙ্গী থেকে ট্রয় নগরীর ঘোড়া

নয়া জামানা ডেস্ক বাংলার রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটল। সোমবার সকালে প্রয়াত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায়। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে তাঁর বিচরণ ছিল দীর্ঘ পাঁচ দশকের। কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী, কখনও বা বিজেপির তুরুপের তাস; মুকুল রায়ের রাজনৈতিক জীবন ছিল উত্থান-পতন ও নাটকীয়তায় মোড়া। তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সকলেই গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।মুকুল রায়ের রাজনৈতিক হাতেখড়ি সত্তর দশকে, ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর হাত ধরে। তবে বামপন্থী আদর্শে বেশিদিন স্থায়ী হননি তিনি। সোমেন মিত্রের হাত ধরে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং নয়ের দশকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে চলে আসেন। ১৯৯৬ সালে যখন মমতা কংগ্রেস ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন নেপথ্যে থেকে নতুন দল তৈরির কারিগর ছিলেন মুকুলই। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের পর থেকেই তিনি ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।২০০৬ সালে পরাজয়ের গ্লানি থাকলেও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন মুকুল রায়কে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়। নেত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপে ছায়ার মতো থাকা মুকুল হয়ে ওঠেন দলের ঘোষিত নম্বর টু। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি, যার পুরস্কার স্বরূপ পান কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব।২০১১ সালের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর মুকুল রায়ের দাপট বহুগুণ বেড়ে যায়। ২০১২ সালে দীনেশ ত্রিবেদীর ইস্তফার পর মমতার আস্থভাজন হিসেবে তিনি রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে শুধু মন্ত্রিত্ব নয়, মুকুল রায়ের আসল পরিচিতি ছিল মাস্টার অর্গানাইজার হিসেবে। বিরোধী শিবির ভেঙে ঘর গুছিয়ে নেওয়ার যে দলবদল নীতি তিনি শুরু করেছিলেন, তা আজও বঙ্গ রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ৩৪টি আসন জয়ের নেপথ্যে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার বড় ভূমিকা ছিল বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল।২০১৪ সালের পর থেকেই সম্পর্কের রসায়নে বদল আসতে শুরু করে। সারদা কাণ্ডে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান এই দুই কারণেই নেত্রীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ে। ২০১৭ সালে তৃণমূল ত্যাগ করে দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি।বিজেপিতে থাকাকালীন তাঁকে নিয়ে তৈরি হয় 'ট্রোজান হর্স' বা 'ট্রয় নগরীর ঘোড়া' বিতর্ক। একাংশ মনে করত, তিনি বিজেপিতে গিয়েছেন তৃণমূলকে ভেতর থেকে শেষ করতে। আবার ২০২১-এ যখন তিনি পুনরায় তৃণমূলে ফেরেন, তখন বিজেপি নেতা তথাগত রায় অভিযোগ করেন, মুকুল রায় আসলে বিজেপির অন্দরের খবর নিতে আসা তৃণমূলের গুপ্তচর ছিলেন। এই ডাবল এজেন্ট তকমা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম রহস্যময় অধ্যায় হয়ে রয়ে গেছে।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর মুকুল রায় পুনরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে ফেরেন। মমতা তাঁকে ঘরের ছেলে বলে সম্বোধন করলেও আগের সেই দাপট বা ঘনিষ্ঠতা আর ফিরে আসেনি।

বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা এবং স্মৃতিভ্রংশের কারণে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিলেন।মুকুল রায়ের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকবার্তায় লিখেছেন,ওঁর সহসা প্রয়াণের সংবাদে বিচলিত ও মর্মাহত।

তিনি আমার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ও বহু সংগ্রামের সহযোদ্ধা ছিলেন। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি প্রাণপাত করেছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁর শোকবার্তায় মুকুল রায়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবামূলক প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করেছেন।

বঙ্গবাসীকে খোলা চিঠি মোদীর

দুর্নীতি-অপশাসন নিয়ে তোপ শাসকদলকে

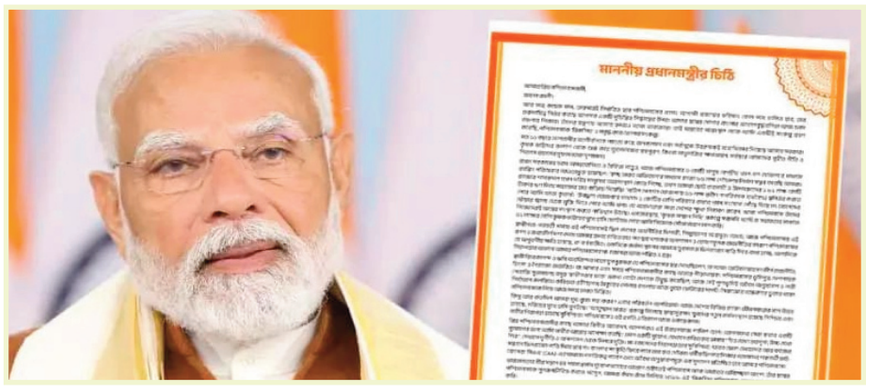

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজার আগেই বঙ্গের ভোটারদের আবেগ ছুঁতে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছাতে খোলা চিঠি লিখলেন তিনি। আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী সম্বোধনে শুরু করা এই চিঠিতে একদিকে যেমন মা কালীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি এবং নারী নিরাপত্তার ইস্যুতে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান-এর মাধ্যমে এই চিঠি বিলি করে সরাসরি জনমানসে তৃণমূল বিরোধী হাওয়াকে আরও জোরাল করতে চাইছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের ডাক দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে দেশের অর্থনীতি ও শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত, আজ তা স্তিমিত। মোদীর মতে, রাজ্যে বর্তমানে চলা অপশাসন এবং তোষণমূলক রাজনীতির কারণেই এই দশা। তিনি ভোটারদের সতর্ক করে লিখেছেন, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে, তা নির্ভর করছে আপনার একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপর। অর্থাৎ, এবারের নির্বাচনকে নিছক সরকার পরিবর্তনের লড়াই না বলে, ভবিষ্যৎ গড়ার লড়াই হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন তিনি।রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়েছে অনুপ্রবেশ এবং ভুয়ো ভোটার বিতর্ক। চিঠিতে সরাসরি অভিযোগ করা হয়েছে যে, সোনার বাংলায় আজ ভুয়ো ভোটারের দাপট বাড়ছে। এর ফলে রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। একই সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মনীষীদের পুণ্যভূমি আজ এই ধরনের অশুভ শক্তির প্রভাবে কলঙ্কিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সীমান্তবর্তি জেলাগুলিতে মেরুকরণের ভোট সংহত করতেই মোদী এই তাস খেলেছেন।ধর্মীয় শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান বা সিএএ কার্যকর করা নিয়েও চিঠিতে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নাম না করলেও বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, বিজেপি রাজ্যে সেবার সুযোগ পেলে ধর্মীয় শরণার্থীরা সসম্মানে এ দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। নির্বাচনের আগে এই আশ্বাস মতুয়া প্রভাবিত আসনগুলিতে বিজেপির পালে হাওয়া কাড়বে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।রাজ্যের যুবসমাজের ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার ঘটনাকে চিঠিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন মোদী। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন যে, কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলার মেধাবী তরুণরা আজ নিজের মাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্যে ভারী শিল্পের অভাব এবং সরকারি স্থায়ী চাকরির শূন্যতা নিয়ে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারকে বিঁধেছেন। মোদীর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন জোয়ার আসবে, যা পরিযায়ী শ্রমিক তকমা ঘোচাতে সাহায্য করবে।সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালের নক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য উত্তাল হয়েছিল। চিঠিতে সরাসরি সেই ঘটনার নাম না নিলেও প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, নিরাপত্তার অভাবে আমার পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেরা আজ শঙ্কিত এবং ত্রস্ত। এই লাইনের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঙ্কালসার রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। মহিলারা যে বর্তমানে রাজ্যে সুরক্ষিত নন, সেই অভিযোগকে তিনি নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে খাড়া করেছেন।বাঙালি আবেগ ছুঁতে চিঠিতে বারবার বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, নেতাজি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ টেনেছেন মোদী। এর আগে মনীষীদের নাম ভুল বলা বা সম্বোধন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা চাপা দিতেই বোধহয় এবার অত্যন্ত সতর্কভাবে তাঁদের আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার নির্দেশ নয়া দিল্লির, চালু হেল্পলাইন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ইরানে অবস্থানরত নিজ দেশের নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারত। একই সঙ্গে তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সকল ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জানুয়ারিতে জারি করা পূর্ববর্তী সতর্কবার্তাও বহাল রেখেছে নয়াদিল্লি।দূতাবাসের পক্ষ থেকে নাগরিকদের বিক্ষোভ বা বড় ধরনের সমাবেশ এড়িয়ে চলার কঠোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রসহ সকল অভিবাসন সংক্রান্ত নথি সর্বদা হাতের কাছে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের আপডেট অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। দ্রুত সহায়তার জন্য দূতাবাস চারটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে এবং নাগরিকদের অনলাইন পোর্টালে https//www. meaers. com/request/home নাম নিবন্ধনের অনুরোধ জানিয়েছে। আঞ্চলিক এই অস্থিরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইইউ-র পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কাজা কালাস সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই অঞ্চলে আর কোনও যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে বিশ্ব যথেষ্ট সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।স্ক্স তিনি মনে করেন, বর্তমানে ইরান অনেকটা দুর্বল অবস্থানে রয়েছে, যা কূটনৈতিক সমাধানের জন্য একটি সুযোগ হতে পারে।পারমাণবিক ও নিরাপত্তা ইস্যুতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। ইতিমধ্যে দুই দফা বৈঠক শেষ হয়েছে এবং আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি জেনেভায় পরবর্তী আলোচনার দিন ধার্য রয়েছে। তবে আলোচনার টেবিল সচল থাকলেও মাঠপর্যায়ে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা কমেনি।

ফের বিমান দুর্ঘটনা

নয়া জামানা ডেস্ক ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলায় এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। সোমবার রাতে রাঁচী থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে একটি মেডিক্যাল চার্টার্ড বিমান চাতরা জেলার সীমারিয়ার কাছে কাসিয়াতু জঙ্গলে ভেঙ্গে পড়ে।

প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, বিমানে থাকা রোগী, চিকিৎসক এবং বিমানকর্মীসহ সাতজন যাত্রীরই আশঙ্ক জনক ।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত ৭.০৭ মিনিটে রাঁচীর বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বিমানটি। আমেরিকার বিচক্রাফ্ট কিং এয়ারের তৈরি এই বিই৯এল বিমানটি পরিচালনা করছিল দিল্লির 'রেডবার্ড এয়ারওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড'।

রাত ১০টায় সেটির দিল্লিতে অবতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু ওড়ার ঠিক ২৭ মিনিটের মাথায়, অর্থাৎ ৭.৩৪ মিনিটে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে বিমানটির সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই চার্টার্ড বিমানে মোট সাতজন আরোহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন,১ জন মুমূর্ষু রোগী,১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও তাঁর ১ জন সহকারী,২ জন চিকিৎসাকর্মী,১ জন প্রধান চালক ও ১ জন সহকারী চালক।

হালিশহরের শ্মশানে মুকুল রায়ের শেষকৃত্যে

শুভ্রাংশুর সঙ্গে ছিলেন অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সোমবার বিকেলে হালিশহর শ্মশানে চোখের জলে শেষ বিদায় জানল বঙ্গ রাজনীতির একদা চাণক্য মুকুল রায়কে। এদিন দুপুরে সল্টলেকের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।হাসপাতাল থেকে মরদেহ প্রথমে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সহকর্মীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর দেহ পৌঁছয় কাঁচরাপাড়ার বাসভবন যুগল ভবন-এ। প্রিয় নেতাকে শেষ দেখা দেখতে সেখানে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শোকসন্তপ্ত পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের পাশে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং কাঁধ মিলিয়ে অন্তিম যাত্রায় শামিল হন।অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ,

ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, শিউলি সাহা এবং নির্মল মাঝি। প্রায় আট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মরদেহ যখন শ্মশানে পৌঁছয়, তখন রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়দের মতে,

দলমত নির্বিশেষে তিনি ছিলেন কাঁচরাপাড়ার মানুষের বড় আপন মুকুলদা।বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। নির্মল ঘোষের ভাষায়, দল গঠনের সময় থেকে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

হিন্দি ভাষণে না ভোটের বঙ্গে বাঙালি আবেগে শান বিজেপির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলার রাজনীতিতে বহিরাগত তকমা ঘোচাতে এবং বাঙালি আবেগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করল বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিগত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও হিন্দিভাষী কেন্দ্রীয় নেতা জনসভার মঞ্চ থেকে হিন্দিতে ভাষণ দেবেন না। লক্ষ্য একটাই বাঙালির সাংস্কৃতিক অস্মিতাকে সম্মান জানিয়ে নিঃশব্দে সংগঠন মজবুত করা।বিজেপি সূত্রের খবর, সুনীল বনসাল, ভূপেন্দ্র যাদব বা অমিত মালব্যর মতো কেন্দ্রীয় নেতারা এবার কোনও প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেবেন না। এমনকি সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলার ক্ষেত্রেও জারি হয়েছে কড়া বিধিনিষেধ। এই নিয়মের একমাত্র

ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে বাংলাভাষী বিপ্লব দেবকে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছেন, অতীতে কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের মতো নেতাদের অতি-সক্রিয়তা এবং হিন্দি ভাষায় ভাষণ হিতে বিপরীত হয়েছিল। তাই এবার রণকৌশল সাজানো হয়েছে 'মেঘনাদ'-এর মতো আড়াল থেকে। প্রকাশ্যে বড় বড় রাজনৈতিক মন্তব্যের বদলে এখন বন্ধ দরজার বৈঠকে সংগঠন গোছানোই মূল লক্ষ্য।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতাদের ঘনঘন উপস্থিতি এবং আক্রমণাত্মক অবস্থান বাঙালির আঞ্চলিক সংবেদনশীলতায় আঘাত করেছিল। সেই ভুল শুধরে নিতেই এবারের নির্বাচনে কৌশল বদল। জনসভার জাঁকজমক কমিয়ে এখন জোর দেওয়া হচ্ছে বুথ স্তরের প্রস্তুতি এবং সাংগঠনিক সমন্বয়ে। দলের অন্দরমহলে এই পদ্ধতিকে নীরব কিন্তু পরিকল্পিত লড়াই হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।বাংলার বিশেষ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ভাষা এবং আঞ্চলিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েই এই ভোলবদল। প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে আড়ালে থেকে সংগঠনের অন্দরে সক্রিয় থাকার এই ফর্মুলা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। গেরুয়া শিবিরের এই লো-প্রোফাইল কৌশল নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে কতটা সাহায্য করে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 6

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

কৌশল ও মানসিকতায় ব্যর্থ

গত রবিবারের ম্যাচে আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এর মঞ্চে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় ক্রিকেট দল এর বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পণ করল তা শুধু একটি হার নয় বরং দলগত মানসিকতা ও কৌশলগত ব্যর্থতার এক স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এই পরাজয় হতাশাজনক কারণ প্রত্যাশা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। শুরু থেকেই ভারতের ব্যাটিং ছিল অগোছালো। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।বড় টুর্নামেন্টে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে যেখানে দায়িত্বশীল ইনিংস আশা করা হয় সেখানে দেখা গেল অযথা শট খেলে উইকেট বিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। পাওয়ারপ্লেতে রান তোলার বদলে উইকেট হারানো দলকে শুরুতেই চাপে ফেলে দেয়। মিডল অর্ডারও সেই চাপ কাটাতে পারেনি।অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল অনেক বেশি পরিকল্পিত ও আত্মবিশ্বাসী। তাদের বোলাররা লাইন-লেন্থ ধরে রেখে ভারতীয় ব্যাটারদের ভুল করতে বাধ্য করেছে। ফিল্ডিংয়েও ছিল তীক্ষ্ণতা ও গতি। ক্যাচ মিস বা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত রান দেওয়ার মতো ভুল তারা করেনি। ব্যাট হাতে তারা ধীরে-সুস্থে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছে।এই হারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানসিক প্রস্তুতির অভাব। বড় ম্যাচে চাপ সামলানোই আসল পরীক্ষা। কিন্তু ভারতীয় দলকে দেখে মনে হয়েছে তারা যেন পরিকল্পনার চেয়ে নামের ওপর বেশি নির্ভর করছে। আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শুধু তারকা খেলোয়াড় দিয়ে জেতা যায় না,দরকার স্পষ্ট কৌশল, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত এবং দলগত সমন্বয়। এই পরাজয় তাই সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা উচিত। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে সামান্য ভুলও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন, তরুণদের সুযোগ এবং কৌশলে বৈচিত্র্য আনা। একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোও জরুরি।সমর্থকদের হতাশা স্বাভাবিক তবে সমালোচনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে উন্নতির পথ।যদি এই হার থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় তাহলে আগামী ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়।নইলে এই আত্মসমর্পণের ছবিই বিশ্বকাপে ভারতের যাত্রাপথকে আরও কঠিন করে তুলবে।

জীবনী

জয়ললিতা

ভারতের তামিলনাড়ু রাজনীতির এক অবিসংবাদিত নেত্রী এবং দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র জয়রাম জয়ললিতা যাঁকে কোটি কোটি মানুষ ভালোবেসে 'আম্মা' বলে ডাকতেন। ১৯৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মহীশূর রাজ্যের (বর্তমান কর্ণাটক) পাণ্ডবপুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র দু'বছর বয়সেই তিনি তাঁর বাবাকে হারান যার ফলে শৈশব থেকেই তাঁকে জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। জয়ললিতা পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল আইনজীবী হওয়া। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অনটন এবং মায়ের ইচ্ছায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখতে হয়। ১৯৬১ সালে একটি কন্নড় ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হলেও খুব দ্রুতই তিনি তামিল, তেলুগু এবং মালয়ালম ছবির শীর্ষ নায়িকায় পরিণত হন। রূপালি পর্দায় তাঁর গ্ল্যামার, অভিনয় দক্ষতা এবং ধ্রুপদী নৃত্যে পারদর্শিতা তাঁকে তৎকালীন দক্ষিণী সিনেমার 'কুইন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিংবদন্তি অভিনেতা এম. জি. রামচন্দ্রন বা এমজিআর-এর সঙ্গে তাঁর অনস্ক্রিন রসায়ন ছিল প্রবাদপ্রতিম যা পরবর্তীতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।১৯৮২ সালে এমজিআর-এর হাত ধরেই জয়ললিতার রাজনৈতিক অভিষেক ঘটে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম দলে। রাজনীতিতে আসার পর তাঁকে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা এবং লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৮৭ সালে এমজিআর-এর মৃত্যুর পর দলের ভেতরে এবং বিধানসভায় তাঁকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছিল তা যে কোনো সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জয়ললিতা ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি সেই অপমানকে শক্তিতে রূপান্তর করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে তিনি আর বিধানসভায় পা রাখবেন না। ১৯৯১ সালে তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন এবং তামিলনাড়ুর কনিষ্ঠতম নারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল জয়-পরাজয়, বিতর্ক এবং প্রত্যাবর্তনের এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে একাধিকবার জেল খাটতে হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই তিনি ফিনিক্স পাখির মতো ছাই থেকে জেগে উঠেছেন এবং বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছেন।

শাসক হিসেবে জয়ললিতা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর অথচ জনদরদী। তাঁর প্রবর্তিত 'আম্মা ক্যান্টিন', 'আম্মা ওয়াটার', এবং নবজাতক শিশুদের জন্য 'ক্র্যাডেল বেবি স্কিম' বা বিনামূল্যে ল্যাপটপ ও সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে এক দেবীর আসনে বসিয়েছিল। বিশেষ করে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জন্য মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রশাসনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল লৌহকঠিন, যার ফলে তামিলনাড়ু ভারতের অন্যতম উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়। তবে তাঁর একনায়কতান্ত্রিক সুলভ আচরণ এবং বিপুল বৈভবের প্রদর্শনী প্রায়ই সমালোচনার ঝড় তুলত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত একাকী এক মানুষ বই পড়তে এবং ধ্রুপদী সংগীত শুনতে ভালোবাসতেন। ইংরেজি, হিন্দি, তামিলসহ একাধিক ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ২০১৬ সালের ৫ ডিসেম্বর দীর্ঘ রোগভোগের পর চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জয়ললিতার মৃত্যুতে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা আজও পূরণ হয়নি। তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে, এক লড়াকু নারী একক শক্তিতে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারেন এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে কোটি মানুষের 'আম্মা' হয়ে বেঁচে থাকতে পারেন ইতিহাসের পাতায়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে সংস্কার

চীনের শিক্ষা,অর্থনীতির বাঁকবদলের ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল
অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

চীন এখন বিশ্ব দরবারে বহুল চর্চিত একটি দেশ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে শিল্প ও ব্যবসা,বাণিজ্য;সব ক্ষেত্রেই দেশটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে উৎপাদনশিল্পে চীন একক আধিপত্য বিস্তার করেছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী থেকে শুরু করে জটিল যন্ত্রাংশ;সবখানেই চোখে পড়ে তমেড ইন চায়নাদ। সস্তা, টেকসই ও বাস্তবমুখী পণ্যের মাধ্যমে চীন বিশ্ববাজারে এক অভূতপূর্ব উৎপাদন বিপ্লব ঘটিয়েছে।

তবে এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে বহু পরীক্ষা,নিরীক্ষা, নীতি পরিবর্তন, এমনকি বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাস। কখনো জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির কঠোরতা, কখনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া, আবার কখনো অত মানুষ তত শক্তিদ;এমন ধারণার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বহু ঘাত,প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই চীন আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে;একটি দেশ যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত উৎপাদন রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর ভেতরে বাজারভিত্তিক অর্থনীতিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে। চীনের ইতিহাসে সরকারি সিদ্ধান্তে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬;এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চীনের উচ্চশিক্ষা কার্যত স্থবির ছিল। এই সময়টি ইতিহাসে পরিচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামে। তৎকালীন নেতা মাও জেদং এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক শুদ্ধতা ও আদর্শিক বিপ্লবের নামে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (গাওকাও) স্থগিত করা হয়, বহু ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যায়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিপীড়নের শিকার হন এবং লক্ষ লক্ষ তরুণকে গ্রামাঞ্চলে তশ্রমশিক্ষাদ গ্রহণে পাঠানো হয়। একটি পুরো প্রজন্ম উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়;যা শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, রাষ্ট্রের জ্ঞানভিত্তিক সক্ষমতার ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে।

মাওয়ের যুক্তি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এলিট শ্রেণি তৈরি করছে, বইনির্ভর শিক্ষা বাস্তব শ্রম ও উৎপাদন থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং পুরোনো সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রভাব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই মেধাভিত্তিক ভর্তি বাতিল করে আদর্শিক আনুগত্য ও শ্রেণিচেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা ও গবেষণা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় উদ্ভাবনশক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।এই বাস্তবতা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং চীন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। যদিও বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ফলাফল ছিল বেদনাদায়ক, তবু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি উদ্দেশ্যহীন ছিল না। তৎকালীন নেতৃত্ব মনে করেছিল, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দূরত্ব কমানো জরুরি ও সমন্বয় সাধন দরকার । শিক্ষিত তরুণদের গ্রামে পাঠানোর মাধ্যমে শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমানো, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সংযুক্ত করা এবং বাস্তব শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

এই সময়ে অনেক শিক্ষিত তরুণ কৃষিকাজ, কারখানা ও অবকাঠামো নির্মাণে সরাসরি অংশ নেয়। এর ফলে সমাজে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হয়। পাশাপাশি পুরোনো পাঠ্যক্রম, উপনিবেশিক জ্ঞানধারা ও পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাপক আত্মসমালোচনা গড়ে ওঠে। এই বিতর্কই পরবর্তী শিক্ষানীতির পুনর্গঠনে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।পাশাপাশি নানা আবিষ্কার ও উৎপাদন বাজারে আসে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই অভিজ্ঞতা চীনকে একটি কঠিন শিক্ষা দেয় জ্ঞান, গবেষণা ও দক্ষতা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র টেকসই হতে পারে না। ইতিহাসের এই ব্যর্থতাই ভবিষ্যৎ সংস্কারের বীজ রোপণ করে।

১৯৭৬ সালে মাওয়ের মৃত্যুর পর নতুন নেতৃত্ব বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। ১৯৭৭ সালে জাতীয় ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় চালু করা হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ ভর্তির কাতারে দেখা যায়। অনেকে ৩০,৪০ বছর বয়সেও, আবার পরীক্ষায় বসেন ভর্তির জন্য । এটি ছিল জ্ঞান ও মেধার সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক।

১৯৭৮ সালে ডেন জিওপিং সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ নীতি প্রবর্তন করেন। বাজারভিত্তিক অর্থনীতির দিকে ধীরে অগ্রসর হওয়া, বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বান, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন এবং সবকিছুর কেন্দ্রে রাখা হয় দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এর ফল দ্রুত দৃশ্যমান হয়। উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ, গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় এবং কঠোর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সংস্কৃতি চীনকে অল্প সময়ে প্রযুক্তি ও শিল্পে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যায়। শিল্পায়ন, রপ্তানিমুখী উৎপাদন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতি অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত ফলে একটি প্রজন্মের শিক্ষাবঞ্চনা, গবেষণার ক্ষয় ও সামাজিক আস্থার ভাঙন ছিল এর বাস্তব মূল্য। তবে এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই চীন উপলব্ধি করে, শিক্ষা ও জ্ঞানকে উপেক্ষা করলে উন্নয়ন অসম্ভব।আজকের চীনে উৎপাদনশিল্প, অবকাঠামো, মহাকাশ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বৈশ্বিক উপস্থিত, এই ঐতিহাসিক বাঁকবদলেরই ফল। আদর্শিক উগ্রতা যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে এবং সময়োপযোগী সংস্কার ও শিক্ষায় অগ্রাধিকার একটি দেশকে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে তা চীনের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট । ইতিহাস শুধু অতীতের বিবরণ নয়; এটি ভবিষ্যৎ গঠনের সতর্কবার্তাও বটে।

মালদার গঙ্গা ভাঙন

মালদার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন,আজ তৃতীয় কিস্তি, লিখছেন **তনয় কুমার মিশ্র**

চরবাসীরা মন্ত্রীকে পেয়ে তাদের নানা দাবি তুলে ধরেন। গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি ল্যান্ড ব্যাংক তৈরিতে প্রশাসনকে একাধিক বার দ্রুত কাজ করার আবেদন জানান। মন্ত্রীর কাছে চরবাসী ও অ্যকশান কমিটির দাবি, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১২(ক) নম্বর ধারা বাতিল করে পুনরায় ১১ নং ধারা লাগু করতে হবে। গঙ্গার চরে পুনরায় জমি জরিপের কাজ শুরু করে ২৯ টি চরের প্রশাসনিক দখল নিয়ে বাংলায় অন্তর্ভুক্তি করতে হবে।

গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যকশান প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক খিদির বক্স জানিয়েছেন , আমাদের দাবি মান্যতা দিয়ে জেলা প্রশাসন ভাঙ্গন আক্রান্তদের জন্য যে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। চরবাসিদের দাবি পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১২(ক) নম্বর ধারা বাতিল করে পুনরায় ১১ নং ধারা লাগু করতে হবে। গঙ্গার চরে পুনরায় জমি জরিপের কাজ শুরু করে ২৯ টি চরের প্রশাসনিক দখল নিয়ে বাংলায় অন্তর্ভুক্তির দাবি আমরা মন্ত্রীর কাছে জানিয়েছি।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান পরানপুর পলাশগাছি, শ্রীঘর, নারায়ণপুর সহ বিভিন্ন মৌজার মাটি এবং জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১২(ক) নম্বর ধারা বাতিল করে পুনরায় ১১ নং ধারা লাগু ও গঙ্গার চরে পুনরায় জমি জরিপের কাজ শুরু করে ২৯ টি চরের প্রশাসনিক দখল নিয়ে বাংলায় অন্তর্ভুক্তির দাবি উঠে এসেছে চরবাসীদের কাছ থেকে। বাংলায় অন্তর্ভুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে ভাঙন এলাকার চরের বাসিন্দারা। আমি প্রয়োজন হলে চরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে যাব। আগামী তে চরবাসীদের পাশে থেকে তাদের দাবি পুরনের চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

এদিন মন্ত্রীর কাছে চরবাসীরা মূলত যে দাবিগুলি জানিয়েছে সেগুলি হল

১) ঝাড়খন্ড প্রশাসনের হাত থেকে দখল মুক্ত করে পূণরায় চরবাসীদের পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তি করতে হবে ।

২) চরের জমি জরিপ (Online Record) ও খাজনা নেওয়া পূণরায় চালু করতে হবে।

৩)গঙ্গার চরের পশ্চিম দিকের চিহ্নিত করণ সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রদত্ত ভোটার কার্ড আধার কার্ড সরিয়ে বাংলার ভোটার কার্ড আধার কার্ড দিতে হবে।

৪) নদী ভাঙ্গন কে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করতে হইবে।

৫) সমস্ত ভাঙ্গনগ্রস্ত মানুষকে (চর সহ) ফারাক্কা ব্যারেজ এর victim হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

৬) ফারাক্কা ব্যারেজ এর রিভিউ করতে হবে।

৭) ১২-র 'খ' ধারা কে বাদ দিয়ে ১১ ধারাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

চরের নেই রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ এখনো তাকিয়ে আছে কবে তারা এই বাংলার ভোটাধিকার পাবে।

নদী শাসনে উন্নত দেশগুলি যখন ভাঙছে বাঁধ, তখন এই জেলা তথা রাজ্যে অপরিকল্পিতভাবে খরচ হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা ! বারবার নদী শাসনের প্রশ্নে স্থানীয় মানুষ তথা গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি এই অপরিকল্পিত খরচ বন্ধ করে সেই টাকায় ভাঙ্গনে আক্রান্ত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি জানালেও সরকার তা উপেক্ষা করেছে।

ইতিমধ্যে ভাঙ্গন রোধের নামে কয়েক হাজার কোটি টাকা নষ্ট হলেও সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সরকার মালদা তথা রাজ্যের নদী ভাঙ্গনে কয়েক হাজার কোটি টাকা দিলেও সেই টাকার কতটা যথাসাধ্য নদীর ভাঙ্গনে বৈজ্ঞানিকভাবে খরচ করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে?

স্থানীয় মানুষের মনে প্রশ্ন ভাঙ্গন এলাকায় মেঘের অন্তরাল থেকে অদৃশ্য মেঘনাদের মত গঙ্গা ইন্ডাস্ট্রির হত্যা কর্তারা প্রতিনিয়ত অচল কৃত কৌশল প্রয়োগ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরীক্ষাগারের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করছে।

সাধারণ মানুষ থেকে ভাঙ্গন আন্দোলনের কর্মীদের প্রশ্ন গত তিন দশকে অপরিকল্পিত কাজ করে নদীর গতিশীল ভারসাম্য কর্মশক্তি তিল তিল করে নষ্ট করেছে সেচ দপ্তর।

বাঁধ বোল্ডার ঠিকাদার ও রাজনৈতিক নেতাদের আঁতাত মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মেঘনাথের মত সেচ দপ্তরের উপরে ছুরি ঘোরায়। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এক জোট বেঁধে আবারো মেঘের অন্তরালে থেকে দুর্নীতির লাটাই থেকে ঘুড়ি উড়াবেন ভাঙ্গনের অর্থনীতির। আর ফলশ্রুতি গত এক দশকে সরকারি কোষাগার থেকে নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকা। আর মেঘের অন্তরালে থেকে অদৃশ্য মেঘননাথের মত গঙ্গা নামক ইন্ডাস্ট্রির হর্তা কর্তারা প্রতিনিয়ত অচল ক্রীত কৌশল প্রয়োগ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরীক্ষাগারের গিনিপিগের মত মেরে ফেলছে।

স্বদেশ সমকাল গ্রন্থমালা ১ গ্রন্থে লেখক বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন , ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ টিরও বেশি বাঁধ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ফলে নদীরা ফিরে পেয়েছিল তার স্বাভাবিক ছন্দ ও পথ। এদেশে অর্থানুকুল্য। নিন্দুকেরা জানিয়েছেন নদী শাসনের অচল ক্রীত কৌশল প্রয়োগের পরীক্ষার হল আমাদের দেশ। গ্রন্থটিতে কল্যাণবাবু আরো উল্লেখ করেছেন সম্প্রতি আমেরিকা ছাড়াও কানাডা ফ্রান্স ইতালির মত দেশে নদী বিশেষজ্ঞ জল বিজ্ঞানীরা সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণের জন্য নদী শাসনের প্রশ্নে ২৫-৩০ বছরের পুরাতন সমাধান সূত্র বাধ ব্যারেজ ও জলাধার ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ১০০ টাকা দিয়ে তৈরিএকটি বাধ ও ব্যারেজকে ৫০০ টাকা খরচ করে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে দেশের কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও আরো বড় ক্ষতির হাত থেকে নিজের দেশকে বাঁচানো হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে গত এক দশকে তৈরি হয়েছে প্রায় ৪২৯১ টি বাঁধ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট বাঁধের দৈর্ঘ্য ১৬০০০ কিলোমিটারের বেশি। বাঁধ নির্মাণ ও ভাঙ্গনরোধে অচল কৃত কৌশল প্রয়োগ করে কিভাবে সেচ দপ্তর নদীর গতিপথে নদীকে ক্রমশ পাগলী বিধ্বংসী করে তুলছে তা উল্লেখযোগ্য। একটা সময় মালদা জেলার তিন তিনটা নদীকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মান্ধাত্মা আমলের অচল কৃত কৌশল প্রয়োগ করে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তা সকলের জানা।

নদী বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রযুক্তি ছেড়ে রাজ্য সরকার সেচ দপ্তরের মতো মান্ধাতা আমলের সমাধান সূত্র বাধ তৈরিতে প্রতিবছর ব্যস্ত থাকলেও ভাঙ্গন এলাকার মানুষ কিন্তু সেচ দপ্তর ও সরকারের এই সমস্ত জারিজুড়ি ফিকির ফন্দি বুঝে ফেলে। গত এক দশক আগেই বাঙ্গিটোলা পঞ্চানন্দপুরের মানুষ জোট বদ্ধ ভাবে নবম রিটায়ার্ড তৈরি বন্ধ করে দেয়। এই বাধ তৈরি বন্ধ করতে স্থানীয় মানুষকে সেচ দপ্তর সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন করতে হয়। স্থানীয় মানুষ থেকে ভাঙ্গন আন্দোলনের সমস্ত নেতাদের একটাই দাবি ছিল , আর বাধ নয় ! আমরা একটা একটা করে আটটি বাঁধ তৈরি হতে দেখেছি। সেই বাধগুলোর বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। বাঁধ মানুষের কোন স্থায়ী সমস্যা সমাধান করতে পারে না। বরং নতুন নতুন সমস্যার তৈরি করে। গত এক দশক বাঙ্গীটোলা পঞ্চানন্দপুরে বাধ তৈরি না হলেও বড় ধরনের কোন ভাঙ্গন বা বন্যা হয়নি। মূলত গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন কমিটির পাশাপাশি বাঙ্গীটোলা গ্রামের যুব সমাজ যৌথভাবে এই বাঁধকে আটকে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

বাঁধ ও ভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে স্থানীয় যে কোন বক্তব্যকে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসন নন টেকনিক্যাল ভার্সন বলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু ২০০০ সালে প্রকাশিত শেষ দপ্তরের ত্রৈমাসিক মুখপাত্র সেচপত্র পত্রিকার জানুয়ারি , মার্চ সংখ্যায় মুখ্য বাস্তুকার চন্দন রায় এক নিবন্ধে বলেন , ' বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরি করা হলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে নদীর বয়ে আনা বিরাট পোলির বোঝা, বন্যার সময় জলস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে নদী পাড়ের এলাকা গুলিতে তলানি ফেলে পলি জমতে পারে না এর ফলে প্রাকৃতিক উপায়ে নদী তীরে এলাকাগুলি উঁচু হতে বাধা পায়। নদী এই পলির বোঝা বহন করেই চলে। এবং পাড়ের এলাকা গো গ্রাসে গিলে নিয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করে। গঙ্গার ক্ষেত্রে যা বছর বছর ঘটে চলেছে।

গঙ্গা ভাঙন নাগরিক একশন প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক ক্ষিদির বক্স জানিয়েছেন নদী শাসনের প্রশ্নে উন্নত দেশগুলি যখন ভাঙছে বাঁধ, তখন এই জেলা তথা রাজ্যে অপরিকল্পিতভাবে খরচ হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা ! বারবার নদী শাসনের প্রশ্নে স্থানীয় মানুষ তথা গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি এই অপরিকল্পিত খরচ বন্ধ করে সেই টাকায় ভাঙ্গনে আক্রান্ত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি জানালেও সরকার তা উপেক্ষা করেছে। আমরা চাই এই টাকায় ভাঙন আক্রান্ত গৃহঋণ নিঃস্ব লোকেদের পুনর্বাসন দেয়া হোক !

একাধিক নদী বিশেষজ্ঞ সহ কল্যাণ রুদ্র একাধিকবার মালদায় ভাঙ্গন আন্দোলনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দান করতে মালদায় আসেন।

কল্যাণ বাবু জানিয়েছেন , ক্ষুণ্ণ এভাবে নদী বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে ভাঙ্গন রোধ হবে না। বিভিন্ন নদী খনন কার্যের পাশাপাশি অববাহিকায় ১০০শ্র১০০শ্র১০ মিটার আকারের জলাধার নির্মাণ করলে একটি জলাধার এক লক্ষ ঘন মিটার জল ধারণ করতে পারবে। পাশাপাশি অতিরিক্ত পোলিও এই জলাধারে জমা হবে। তার সাথে সমস্ত অববাহিকা জুড়ে বনাঞ্চল সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞ প্রসাদ সেন তার এক নিবন্ধে জানিয়েছেন It is not vary clear to me even today- why letter on- construction of the murginal embankment ware taken pu and by whim. This created lot of problems- E. g causing heavy shoal formation in the reverbed.

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাধ তৈরির খুব কুফল দেখা দিয়েছে. বলে জানিয়েছে জনকল্যাণ কমিটির সদস্যরা। জন আন্দোলন কমিটির কর্ণধার বিপ্লব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ক্ষুণ্ণ১৯৬০ সালের মিশর এর নীল নদীর উপর আসিয়ানাবাধ তৈরির পর নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল প্রাকৃতিক বিদ্রোহ। সেচের জমি হয়ে উঠেছিল লবনাক্ত। উপকূল এলাকায় শুরু হয়েছিল ব্যাপক ভূমিক্ষয়। ফলে মিশর সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাঁধ ভেঙে দিয়ে নদীকে আবার মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 7

রাজ্য না পারলে কেন্দ্রকে করতে বলব, জলাভূমি রক্ষায় হুশিয়ারি হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণের দাপট রুখতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় কার্যত ধৈর্য হারাল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার এই মামলার শুনানিতে কড়া অবস্থান নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহা সাফ জানিয়ে দিলেন, রাজ্য যদি পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারে, তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ওই নির্মাণ ভাঙা হবে। এদিন আদালত কেন্দ্রকে এই মামলায় পক্ষভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। জলাভূমি রক্ষায় প্রশাসনের ঢিলেমি নিয়ে বিচারপতির মন্তব্য, 'রাজ্য যদি না-পারে আমি কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইব। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ করতে হবে।'জলাভূমি এলাকায় মাথা তোলা একের পর এক কংক্রিটের জঙ্গল সরাতে আদালতের নির্দেশের পাহাড় জমলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এদিন শুনানির শুরুতেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তার বাইরে আদালত কিছু জানতে চায় না। প্রতিদিন রিপোর্ট খালি জমা হচ্ছে। আমি রিপোর্ট দেখতে চাই না। কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সেটা জানতে চাই।' আদালতের পর্যবেক্ষণ, বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য ও পুরনিগম কার্যকর পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছে।শুনানি চলাকালীন পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষের (ই.কে.ডাবলু.এম.এ) আইনজীবী সোনাল সিনহা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন। তিনি জানান, চৌবাগা-সহ একাধিক এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় জনতার আন্দোলনের পাশাপাশি উঠে আসে এক প্রভাবশালীর নাম। আইনজীবী জানান, 'পার্থ ভৌমিক নামে একজন বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বাধা দিচ্ছে।' এই প্রসঙ্গে বিচারপতির কড়া জবাব, '৫০০-এর বেশি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে? আমি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভাঙার নির্দেশ দেব। তাছাড়া উপায় নেই। কোন পার্থ ভৌমিক বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে দিচ্ছে না শুনতে চাই না।'এরই মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক গত ২০ ফেব্রুয়ারি আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্ট দেখেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি আদালত। বিচারপতির স্পষ্ট কথা, 'আমি আর রিপোর্ট দেখতে চাই না। কী কাজ করা হয়েছে তা জানতে চাই।' এরপরই মামলার ভবিষ্যৎ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিচার করে কেন্দ্রকে যুক্ত করার নির্দেশ দেন তিনি। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য যদি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তবে সেই কাজ কেন্দ্রকে দেওয়া হবে। আগামী ১৬ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি। শহর কলকাতার পরিবেশগত রক্ষাকবচ হিসেবে পরিচিত এই জলাভূমিকে বাঁচাতে আদালতের এই কঠোর অবস্থান নজিরবিহীন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ
সিইও দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক কংগ্রেসের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজার আগেই ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস। ত্রুটিমুক্ত তালিকার দাবিতে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টো থেকে কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও দপ্তরের সামনে টানা ২৪ ঘণ্টার অবস্থান-বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। স্রেফ আন্দোলনের হুঁশিয়ারিই নয়, দিল্লিতে যুব কংগ্রেসের অভিনব প্রতিবাদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কটাক্ষের পাল্টা জবাব দিতে মঙ্গলবার শহরে 'সারপ্রাইজ' কর্মসূচির ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। শুভঙ্করবাবুর অভিযোগ, গত ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অসংগতি রয়েছে। যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে সেখানে ভুয়ো নাম ঢোকানোর চেষ্টা চলছে বলে আশঙ্কা তাঁর। প্রদেশ সভাপতির কথায়,

'কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যেন বাদ না পড়ে এবং কোনও ভুয়ো নাম যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়,এই দাবিতে আমরা শুরু থেকেই সরব। কিন্তু গত চার মাসে যেভাবে এসআইআর চালানো হয়েছে, তাতে যোগ্য ভোটারদের অযথা হয়রানি হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।' রাজ্য কংগ্রেসের দাবি, তথাকথিত 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'-র দোহাই দিয়ে এক কোটিরও বেশি ভোটারের শুনানি করা হয়েছে। এর আইনি বৈধতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনই ইআরও-দের ক্ষমতা খর্ব করার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ানোয় কমিশন ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিধান ভবন। এই পরিস্থিতিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ৬, ৭ ও ৮ নম্বর ফর্মের আবেদন যথাযথ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। অন্য দিকে, দিল্লিতে এআই সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের খালি গায়ে বিক্ষোভকে প্রধানমন্ত্রীর 'নগ্নতা' বলে কটাক্ষ করার বিষয়টি ভালো ভাবে নেয়নি হাত শিবির। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুর ১টা থেকে ২টো পর্যন্ত কলকাতায় অভিনব প্রতিবাদের ডাক দিয়ে শুভঙ্করবাবু বলেন, 'আগামিকাল অভিনব প্রতিবাদ দেখতে পাবেন। কোথায় সেই প্রতিবাদ হবে পরে আমরা জানিয়ে দেব।' তাঁর দাবি, ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়েও ন্যূনতম পোশাকে প্রতিবাদের নজির রয়েছে। মণিপুর হিংসা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রের ব্যর্থতা ঢাকতেই প্রধানমন্ত্রী এমন মন্তব্য করছেন বলে মনে করছে কংগ্রেস। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকেও শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ছবি ফেসবুক।

সৃজনের আঙিনায় খুদে শিল্পী, খুদেদের পাশে হাওড়া পুলিশ

খুদেদের তুলির টানে ধরা দিল আগামীর স্বপ্ন। সোমবার উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণময় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ভিড়ে এদিন রবীন্দ্রভবন চত্বর এক উৎসবের চেহারা নেয়। সফল প্রতিযোগীদের হাতে স্মারক, শংসাপত্র ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সুপার সুবিমল পাল বলেন, শিশুদের প্রতিভা, কল্পনাশক্তির উন্মেষকে সম্মান জানানোর জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উপস্থিতি এদিনের অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণময় করে তোলে। তাঁর মতে, বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিভার ছড়াছড়ি। এই কিশোর-কিশোরীদের সামান্য উৎসাহ দিতে পারলে তারা আরও সমৃদ্ধ হবে। সমাজ গঠনে পারস্পরিক জনসংযোগের গুরুত্বও তিনি ব্যাখ্যা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক নির্মল মাজি এবং পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস।

মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারাও শিশুদের মেধার প্রশংসা করেন। পুলিশ সুপার জানান, শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে প্রাধান্য দিতেই এই আয়োজন। সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই পুলিশের আসল লক্ষ্য।

বিলাসবহুল আবাসনে আগুন, আতঙ্কিত টলিপাড়ার তারকারা

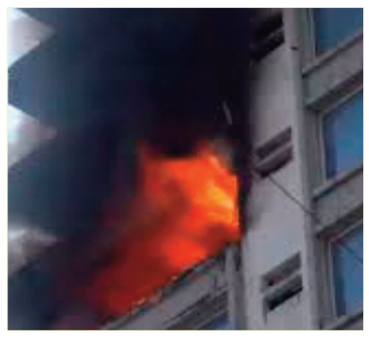

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ সপ্তাহের শুরুতেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল শহর। সোমবার সকালে ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক বিলাসবহুল আবাসনের পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে হঠাৎই গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। উল্লেখ্য, এই আবাসনেই বাস করেন রাজ-শুভশ্রী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঙ্কুশের মতো টলিউডের প্রথম সারির তারকারা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়ায়। প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি করে নিচে নেমে আসেন টলিপাড়ার তারকাসহ অন্য আবাসিকরা। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেন কর্মীরা। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, এসি থেকেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত। তবে আবাসনের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সচল থাকায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো গিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল আধিকারিকদের কথায়, 'বহুতলের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।' ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ এলাকাটি ধোঁয়ায় ঢেকে থাকে। কী ভাবে এই আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক তদন্তের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আবাসিকদের মধ্যে চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নির্বাচন কমিশন অভিযানের ডাক হুঁশিয়ারি দিচ্ছে নাগরিক সমাজ

নয়া জামানা, কলকাতা আবেদন নয়, সরাসরি হুঁশিয়ারি। ভোটার তালিকায় চরম অনিয়ম ও এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন অভিযানের ডাক দিল 'এসআইআর বিরোধী নাগরিক মঞ্চ'। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই রাজপথে নেমে নিজেদের শক্তি জানান দিতে চায় এই সংগঠন। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই এসআইআর সংবিধানসিদ্ধ নয়। নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় তাই এবার আর অনুরোধ নয়, বরং চরম বার্তা দিতেই কমিশনের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেবেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষে বিপ্লব দে, রাফেজ সিদ্দিকী ও সুবল সর্দাররা একযোগে তোপ দাগেন কমিশনের বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ, ২০০২ সালের আগে সংবিধান বা নির্বাচন কমিশনের কোথাও এই এসআইআর-এর উল্লেখ ছিল না। এটি সম্পূর্ণ বেআইনি একটি পদক্ষেপ। এমনকি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়া এবং 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করার গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। বক্তাদের দাবি, '২০২৫ সালের ভোটার তালিকা মাফিক ভোট করাতে হবে। কারও নাগরিক অধিকার খর্ব করা যাবে না।'

মুকুল রায়ের প্রয়াণে স্মৃতিচারণা কুণালের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ প্রয়াত হয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়। সোমবার রাত দেড়টা নাগাদ শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোদ্ধার প্রয়াণে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়লেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পুরনো ছবি পোস্ট করে বর্ষীয়ান নেতার স্মৃতিচারণায় কুণাল তুলে ধরলেন মুকুলের রাজনৈতিক জীবনের নানা ওঠা-পড়ার অধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবেই মুকুল রায়কে চেনে বাংলার রাজনীতি। কুণাল ঘোষের লেখায় উঠে এল সেই লড়াইয়ের দিনগুলো। মুকুলের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রশংসা করে কুণাল লিখেছেন, 'দলের কঠিন সময়েও তৃণমূলভবন আগলে পড়ে থাকত। কর্মীদের সময় দিত। দিদির নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ ছিল। বাংলা চিনত।' মুকুল রায়ের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি কেন তাঁকে চাণক্য হিসেবে পরিচিত করেছিল, সে কথা আজ আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে কেবল স্তুতি নয়, মুকুলের রাজনৈতিক জীবনের বিতর্কিত বাঁক নিয়েও সপাটে লিখেছেন কুণাল। মুকুল রায় যখন ঘাসফুল শিবির ছেড়ে পদ্ম শিবিরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন তিনি। কুণালের দাবি, মুকুল তাঁকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'মুকুলদা তখন বিজেপিতে, আমাকে নানা কথা বলে আবার কাছে টেনে বিজেপিতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।' এই মন্তব্যের মাধ্যমে কুণাল যেমন মুকুলের কৌশলী দিকটি তুলে ধরেছেন, তেমনই দলের প্রতি নিজের আনুগত্যের জায়গাও স্পষ্ট করেছেন।

GOLAPGANJ ABASIK MISSION (H.S)
(FOUNDATION & ADVANCE LEVEL)
Govt. Reg. No. : IV- 0901/00079 ● U-DISE CODE : 19060001103
ESTD: 2010
Jinnur Rahaman
M.Sc. (Chem)
Director- Golapganj Abasik Mission (H.S)
NEET (U.G) & IIT
JEE MAINS & ADVANCE
B.SC & GNM NURSING
XI-XII SCIENCE
Residential, Non Residential and Day Hosteler
Golden Opportunity
অতি অল্প খরচে অর্থাৎ মাত্র ১৫০০০ টাকায় Science এবং মাত্র ৪৫০০০ টাকায় NEET পড়ার সু-বর্ণ সুযোগ
মাধ্যমিকে ৯০% প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Science Free
উচ্চমাধ্যমিকে ৯৫% প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য NEET (U.G) Coaching Free
NEET (U.G)-2025 সর্বচ্চ মার্ক 546
Admission Test For Class XI 25th Feb. 2026 (Wednesday) Time: 12:15 pm
উচ্চমাধ্যমিকে সর্বচ্চ মার্ক 2025 467 (93.4%)
Separate Campus For Boys & Girls

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-হোস্টেল
Girls Campus

Boys Campus
স্থান: গোলাপগঞ্জ, কালিয়াচক, মালদা
7363088619 (H.M) / 7076787287 / 7363055259 / 9593855513
9932294256 / 9547492512 / 7407940331 / 9635487991 / 7047734888

কালিয়াচক আবাসিক মিশন
শিক্ষা,সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক
বিজ্ঞান বিভাগ-২০২৬-২০২৭
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
একাদশ শ্রেণি–(বিজ্ঞান বিভাগ)
Online-Offline ফর্ম পূরণ চলছে।
www.kamission.org

পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
১) মিশনের নিজস্ব ভবন,কালিয়াচক,মালদা-২৫.০২.২০২৬(ছাত্র)
২) মিশনের নিজস্ব ভবন,কালিয়াচক,মালদা- ২৬.০২.২০২৬(ছাত্রী)
৩) মশালদহগনপতরায়(মোদি)হাইস্কুল(উঃমাঃ) কড়িয়ালি,হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা ২২.০২.২০২৬(রবিবার)
৪) চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন, চাঁচল, মালদা। ২২.০২.২০২৬ (রবিবার)
বি:দ্র:-ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি।
Index No,-R1-287
UDISE CODE:19060404807
KALIACHAK ABASIK MISSION
Estd.-2005
Affiliated to : West Bengal Board of Secondary Education (Unaided Private School)
Address:
Vill - Kalikapur Kabiraj Para,
P.O & P.S. - Kaliachak,
Dist. - Malda (W.B),Pin - 732201
BOYS & GIRLS
RESIDENTIAL AND NON - RESIDENTIAL
Office Contact:8348960449
Contact:9734037592,9775808996,9434245926,7797808267
E-mail:kaliachakabasikmission@gmail.com
Website:www.kamission.org

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 8

৮
২৪ ফেব্রুয়ারি
২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

ভেজাল পেট্রোল কারবারে গ্রেপ্তার এক

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের চোখের সামনে চলছিল ভেজাল পেট্রোল তৈরির অবৈধ কারবার;এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তুফানগঞ্জে। অবশেষে অভিযানে একজনকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশের দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ বালাভূত বাইগুনটারি এলাকার বাসিন্দা মনিরুল হক (২৬)-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৮টি প্লাস্টিক ড্রাম ভর্তি প্রায় ৭৬০০ লিটার ভেজাল পেট্রোল। এত বিপুল পরিমাণ দাহ্য পদার্থ দীর্ঘদিন ধরে মজুত ছিল বলেই পুলিশের ধারণা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় বহুদিন ধরেই গভীর রাতে ট্রলি, পিকআপ ভ্যান ও বাইকে করে তেলের ড্রাম আনা-নেওয়া চলত। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনার চেষ্টা হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি বলে দাবি। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। তবে সমালোচকদের মতে, সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এত বড় চক্র আগেই ধরা পড়ত। ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত মজনুর রহমান (৩০) পলাতক। এই ভেজাল পেট্রোল কোথায় সরবরাহ হয়েছে, কারা জড়িত এবং এতদিন ধরে পুলিশ কেন নীরব ছিল;তা খতিয়ে দেখার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি উঠেছে।

নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধনে ভিড় না থাকায় ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

সামির হোসেন ।। নয়া জামানা ।। দিনহাটা

নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যাশিত জনসমাগম না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন উদয়ন গুহ। সোমবার কোচবিহারের দিনহাটা,২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কেদারের ঘাটে বানিয়াদহ নদীর উপর নির্মিত নতুন সেতুর উদ্বোধন করতে এসে তিনি সরাসরি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বহীনতার কথা তুলে ধরেন। উদয়ন গুহ বলেন, যতদিন মানুষের সমস্যা থাকবে, ততদিন মানুষ আপনাদের পাশে থাকবে। এই সেতুর শিলান্যাসের সময় এখানে মানুষের ঢল নেমেছিল। অথচ আজ সেতু উদ্বোধনের দিনে মানুষ নেই। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যাঁদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার, তাঁরা এখন বিশেষ কিছু মানুষের কাছে গিয়ে বিশেষ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ চালু করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের সাধারণ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করেছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকা শাসকরাও আজ বলছে ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বাড়াবে, কিন্তু ক্ষমতায় থাকার সময় কেন এই প্রকল্প চালু করা হয়নি? মুখ্যমন্ত্রী কেবল এই প্রকল্প চালুই করেননি, পর্যায়ক্রমে এর অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। বক্তব্যের এক পর্যায়ে মন্ত্রী অভিযোগ করেন, বাংলার মানুষ ভিনরাজ্যে গেলে নানা ভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার, ভোটার কার্ড দেখিয়েও জন্মের সার্টিফিকেট বা স্কুল সার্টিফিকেট চাওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে আবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান তিনি এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করার ডাক দেন। এদিন ফিতা কেটে সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদয়ন গুহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিংকু রায়, কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্য মুক্তি রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিভাস অধিকারী, অর্জুন বর্মন সহ অন্যান্যরা। দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু নির্মাণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬২৭ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেতুটি চালু হওয়ায় কিশামত দশগ্রাম, মহাকালহাট, বামনহাটের সঙ্গে গোবরাছড়া ও নয়ারহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরিবর্তন যাত্রা ঘিরে বিজেপির জনসংযোগ কর্মসূচি খাগড়াবাড়িতে

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ সুকুমার রায়-এর নেতৃত্বে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ কর্মসূচিকে ঘিরে সোমবার সকালে সরগরম হয়ে ওঠে খাগড়াবাড়ি এলাকা। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র-এর অন্তর্গত এই এলাকায় পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সমর্থন চাইতে দেখা যায় বিজেপি বিধায়ককে। সোমবার সকালে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে খাগড়াবাড়ি বাজার এলাকায় ঘুরে ঘুরে জনসংযোগ করেন তিনি। বাজারের একাধিক দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও আলাপচারিতার মাধ্যমে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতামত নেন তিনি। বিধায়ক জানান, রাজ্যে পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বুথে বুথে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি ও তাঁর দলীয় কর্মীরা। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের সমস্যা ও মতামত শোনাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে দাবি করেন তিনি। খাগড়াবাড়ি এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছেও সেই বার্তা পৌঁছে দিতেই এই জনসংযোগ বলে জানান সুকুমার রায়। তাঁর দাবি, রাজ্যের সাধারণ মানুষ বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন চাইছেন। ব্যবসায়ী মহলের একাংশও প্রশাসনিক পরিবর্তনের পক্ষে মত দিচ্ছেন বলে তাঁর বক্তব্য। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। বিজেপির দাবি, মানুষের সাড়া ইতিবাচক এবং পরিবর্তনের পক্ষে জনমত ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

সীমান্ত এলাকায় অগ্নিকাণ্ড, তৎপরতায় বড় ক্ষতি এড়াল এসএসবি

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ ৮ম বাহিনী সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র খাপরাইলের অধীন ছাব্বিশে ও হিল্লেভঞ্জং সীমা চৌকির মধ্যবর্তী এলাকায় অজ্ঞাত কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ সীমান্ত স্তম্ভ ৭১/২৮ ও ৭২-এর মাঝে আগুন লাগে। খবর পেয়েই দুই চৌকির জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে শুরু করেন এবং বন দফতরকে জানানো হয়। অতিরিক্ত সহায়তায় পশুপতি ফাটক চৌকি ও মিরিক দমকল বাহিনী পৌঁছে সন্ধ্যা ছ'টা দশ নাগাদ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনও প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

সেবক রোডে হিট অ্যান্ড রান মামলায় গ্রেফতার পেট্রল পাম্প মালিকের ছেলে

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির সেবক রোড-এ ঘটে যাওয়া হিট অ্যান্ড রান দুর্ঘটনার ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার করা হল অভিযুক্ত দেবাংশু পাল চৌধুরীকে। তিনি শহরের এক নামী পেট্রল পাম্প মালিকের ছেলে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানায়, সম্প্রতি সেবক রোড এলাকায় একটি দ্রুতগতির গাড়ি এক পথচারীকে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত চালকের খোঁজে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে গাড়ির মালিকানা এবং চালকের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। এরপর অভিযান চালিয়ে দেবাংশু পাল চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে আদালতে তোলা হবে। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির গতিবেগ, চালকের ভূমিকা ও ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে।

মিষ্টির দোকানে টাস্ক ফোর্সের অভিযানে উদ্ধার মাংস

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরসভার টাস্ক ফোর্সের অভিযানে দেশবন্ধু পাড়ার জনপ্রিয় মিষ্টির দোকান গীতা সুইটস-এ মুরগির মাংস উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শনিবার অভিযানের সময় দোকানের একটি ফ্রিজ থেকে মাংস উদ্ধার হয়। পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগে দোকান কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দেয় পুরসভা।

ঘটনার পর দোকানের কর্ণধার বাপ্পা মোদক ও তাঁর মেয়ে অন্বেষা মোদক জানান, যে ফ্রিজে মাংস পাওয়া গেছে তা মূল দোকানের নয়, কারখানার কর্মীদের ব্যবহারের। কর্মীরা নিজেদের খাওয়ার জন্য সামান্য মাংস রেখেছিলেন বলে তাঁদের দাবি। মিষ্টি তৈরির বা বিক্রির সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই বলেও তাঁরা জানান।

পরিকাঠামোগত ত্রুটি থাকলে দ্রুত সংশোধনের আশ্বাস দেন তাঁরা। এদিকে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান, তদন্ত ছাড়া কোনও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা যায় না এবং নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম পরিদর্শনে আইএফএ কর্তারা

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম পরিদর্শনে এলেন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)-র সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল কোচ মলয় সেনগুপ্ত। তাঁরা স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে ফুটবল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরিদর্শন শেষে অনির্বাণ দত্ত জানান, স্টেডিয়ামটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযোগী। কিছু পরিকাঠামোগত কাজ বাকি থাকলেও তা দ্রুত সম্পন্ন হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ওমেন্স আইএফএ শিল্ড এখানে আয়োজনের বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন। ফালাকাটা টাউন ক্লাবের সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, এই পরিদর্শন ক্লাবের কাছে বড় প্রাপ্তি। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা হলে এলাকায় ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি ফুটবলপ্রেমীদের উৎসাহ বাড়বে বলে মনে করছেন ক্রীড়ামহল।

বসন্ত উৎসবের আবিরের রঙে ফিরছে শহর ধূপগুড়ি

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ দীর্ঘ এক বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবার বসন্তের রঙে রঙিন হতে চলেছে ধূপগুড়ি।

আগামী ৩ মার্চ ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দান-এ ধূপগুড়ি পৌরসভা-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ‘বসন্ত উৎসব’। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় পরীক্ষার্থী ও শব্দবিধির কথা মাথায় রেখে এই উৎসব স্থগিত রাখা হয়েছিল। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, এ বছর উৎসবকে ঘিরে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ৩ মার্চ সকাল থেকেই ডাকবাংলো ময়দান শহরবাসীর মিলনক্ষেত্রে পরিণত হবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালে পা মিলিয়ে শহর জুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পরিকল্পনাও রয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের অংশগ্রহণে গান, নাচ ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পৌরসভার এক আধিকারিক জানান, গতবার উৎসব করা সম্ভব হয়নি। এ বছর ধূপগুড়িবাসীকে এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

মুকুল রায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ শশাঙ্ক রায় বসুনিয়ার

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ একদা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা মুকুল রায়-এর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বর্তমানে বিজেপি নেতা শশাঙ্ক রায় বসুনিয়া। তিনি জানান, মুকুল রায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক নয়, ছিল পারিবারিক। ১৯৯৮ সাল থেকে তাঁদের দাদা, ভাইয়ের মতো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক জীবনে মুকুল রায়কে তিনি গুরু হিসেবে মানতেন বলেও জানান। উত্তরবঙ্গে এলে প্রয়াত নেতা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে থাকতেন, এমনকি একবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে এসে অসুস্থ হলে তাঁর বাড়িতেই সেবা পান। মুকুল রায়ের স্মৃতিচারণ করে শশাঙ্ক রায় বসুনিয়া বলেন, এই প্রয়াণে তিনি ও তাঁর পরিবার গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে গভীর রাতে ডাকাতির ছক, গ্রেপ্তার তিন

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ গভীর রাতে বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা ভেস্তে দিল নিউ জলপাইগুড়ি থানা-র পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ কাশ্মীর কলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম এমডি শাকিল, সুমন সরকার ও পবন কুমার সিং। তাদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানায়, ১০,১২ জনের একটি দুষ্কৃতী দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। পুলিশ পৌঁছতেই হুড়োহুড়ির মধ্যে কয়েকজন পালিয়ে যায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো মামলার অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার তাদের জলপাইগুড়ি আদালত-এ পেশ করা হয়। পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার যুবক

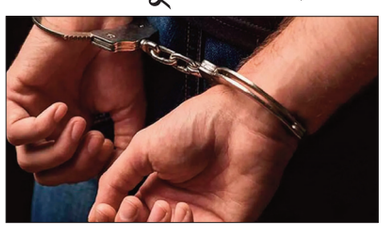

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট-এর শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ বিট্টু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক ডাঙ্গিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। মাদক হাতবদলের আগেই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। মঙ্গলবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত-এ তোলা হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জটেশ্বর শিব চতুর্দশী মেলায় প্রান্তিক মানুষের মুখে হাসি ফোটালেন বাবলু

লিপিকা মৈত্র, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ জটেশ্বর শিব চতুর্দশী মেলাকে কেন্দ্র করে এক মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এলাকার সমাজসেবী বাবলু রহমান। সোমবার বিকেলে প্রান্তিক ও মাধুকরী করে জীবনযাপন করা অসহায় মানুষদের টোটো করে মেলা প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে উৎসবের আনন্দে সামিল করান তিনি।

দৈনন্দিন জীবিকার লড়াইয়ে বহু মানুষই মেলা-পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকেন। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন বাবলু রহমান। মেলায় পৌঁছে কেউ দোকানপাট ঘুরে দেখেন, কেউ সামর্থ্য অনুযায়ী ছোটখাটো কেনাকাটা করেন, আবার কেউ শুধু উৎসবের পরিবেশ উপভোগ করেন। দীর্ঘদিন পর এমন আনন্দঘন মুহূর্তে অংশ নিতে পেরে তাঁদের চোখেমুখে ছিল খুশির ঝিলিক।

শুধু মেলায় নিয়ে আসাই নয়, উপস্থিত সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। পাশাপাশি ফলের প্যাকেট ও সামান্য আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে কিছুটা স্বস্তি মেলে। এদিন প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও শোনেন বাবলু রহমান। প্রান্তিক মানুষদের মর্যাদা দিয়ে উৎসবের আনন্দে শামিল করাই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ দেখায় বলে মত তাঁদের।

> সোমবার বিকেলে প্রান্তিক ও মাধুকরী করে জীবনযাপন করা অসহায় মানুষদের টোটো করে মেলা প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে উৎসবের আনন্দে সামিল করান তিনি।

ট্রাক চালককে মারধর করে টাকা ছিনতাই ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ কলকাতা থেকে অরুণাচল যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ির বিডিও অফিস এলাকা-য় এক পণ্যবাহী ট্রাক চালককে মারধর করে নগদ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার মধ্যরাতে এই ঘটনায় চার অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিকারী জড়িত বলে অভিযোগ। আক্রান্ত চালক নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার স্টেশন পাড়া গ্রামের বাসিন্দা বাবলু মণ্ডল। অভিযোগ অনুযায়ী, দুটি ট্রাকে এসে দুষ্কৃতীরা পথ আটকে ট্রাক চালককে নামিয়ে মারধর করে ক্যাবিন থেকে ৯,৭০০ টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুট করে পালায়। আহত অবস্থায় এক বাইক আরোহী তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসার পর সোমবার তিনি ময়নাগুড়ি থানা-য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাড়ির নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 9

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে কাটল জমিজট, পুনরায় শুরু হল রাস্তা সংস্কারের কাজ

নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

হিলি বালুরঘাট ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের হিলি হাসপাতাল মোড় হইতে নফর গ্রাম হয়ে বৈগ্রাম আদিবাসী পাড়া হইতে আগ্রার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গোবিন্দপুর গ্রাম পর্যন্ত। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পাকা পিচের রাস্তার কাজ চালু হতেই জমি-জটে থমকে যায় সেই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ। অবশেষে সোমবার নফর গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি এবং ব্লক প্রশাসনের অধিকারীদের সঙ্গে বরাদ্দ পাওয়া ঠিকাদারের উপস্থিতিতে অবশেষে সেই জমি সমস্যার জট খুলে পুনরায় সেই বন্ধ থাকা কাজ চালু হতে চলেছে বলে এমন জানা গেছে। বরাদ্দ পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে হিলির হাসপাতাল মোড় হইতে নফর গ্রাম হয়ে বৈগ্রাম আদিবাসী পাড়ার ভিতর দিয়ে আগ্রার সীমান্তবর্তী গ্রামকে ছুঁয়ে গোবিন্দপুর পর্যন্ত রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট হইতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার কাজ শুরু হয়। জোর কদমে চলছিল এই কাজটি। কিন্তু প্রায় এক মাস এই কাজ জোর গতিতে চলার পরেই নফর গ্রাম এলাকায় ব্যক্তিগত কিছু সম্পত্তি এবং জায়গা ছেড়ে দেওয়া না কারণে কাজটি থমকে যায়। প্রায় ১৮ ফিট চওড়া এই কাজটি করার ফলে সীমান্তের বিএসএফের রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগ্রা বৈগ্রাম পাঞ্জুল গোবিন্দপুর সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। সেই কারণেই বিকল্প পথ হিসাবে হিলি হাসপাতাল মোড় হইতে গোবিন্দপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প হইতে অর্থ বরাদ্দ হয়। অভিযোগ নফর গ্রাম সেই রাস্তার কাজ করার ফলে কিছু বাসিন্দা ব্যক্তিগত জায়গা ছেড়ে দিতে অনিহা প্রকাশ করেন।

আর এর ফলে থমকে কে যায় দ্রুতগতিতে চলা এই রাস্তার কাজটি। হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরস্বতী সরকার মন্ডল জানান যে নফর গ্রামে কিছু বাসিন্দা তাদের ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব জায়গা ছেড়ে দিতে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন তাদের সাথে আলোচনায় বসার পর তাদের বুঝিয়ে তারা উন্নয়নের কাজে সহমত প্রকাশ করেছেন। এবং তাদের নিজস্ব জায়গা কিছুটা ব্যবহার করা হলেও উন্নয়নের স্বার্থে কোন আপত্তি থাকবে না বলে রাজি হয়েছেন সেই কারণেই পুনরায় এই কাজটি আবার শুরু হতে চলে যাচ্ছে বলে তিনি জানেন। হিলি ব্লকের বিডিও চিরঞ্জিত সরকার বলেন জমি জোটের কারণে রাস্তার কাজের একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এটা আমার কাজ নয়, জেলা থেকে অনুমোদন মিলে সেই কাজটির। তবুও আমরা সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব দিয়ে কাজটি পুনরায় চালু করার জন্য উদ্যোগী হই। এবং গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলে পুনরায় কাজটি চালু হতে চলেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় রায় বলেন সমস্যা মিটে গেছে পুনরায় কাজটি আবার চালু হবে। ঠিকাদারি সংস্থার গম্বল বাবু নামে তিনি বলেন যে কাজটি প্রায় শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জমি জোটের কারণে কাজটি অনেকটাই পিছিয়ে গেল।

তিনি বলেন রাস্তা কাজের জন্য যে প্রায় ৫০ ট্রাক্টর মাটি ফেলা হয়েছিল তাহার মধ্যে পাঁচ থেকে দশ টাকার মাটি হয়তো পাওয়া যাবে বাকি এলাকার বাসিন্দারা নিজস্ব নিজস্ব কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন তবুও সেই বিষয়টা কি স্বীকার করে নিয়ে কাজটি যাতে সম্পূর্ণ হয় সেই বিষয়টি নিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের সহযোগিতার প্রয়োজন বলে তিনি জানিয়েছেন।

‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি ব্লকের কৃষক বাজার প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত দুয়ারে সরকার শিবিরে ষষ্ঠ দিনেও উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেল। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই শিবির আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। শিবিরে যুব সাথী, কৃষক বন্ধু, লক্ষ্মী ভান্ডার-সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ ও নাম নথিভুক্তিকরণ চলছে। সকাল থেকেই ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে শিবিরে উপস্থিত হয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিশেষ করে যুবক-যুবতী, কৃষক ও মহিলা আবেদনকারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। শিবিরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। আবেদনকারীদের সুবিধার্থে একাধিক কাউন্টার খোলা হয়েছে এবং দ্রুত পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।পরিষেবার স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা শিবির পরিদর্শন করে সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সব মিলিয়ে, ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিনামূল্যে সরকারি পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে শান্তিপূর্ণভাবেই শিবিরের কার্যক্রম এগিয়ে।

সরকারি প্রকল্পের টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা

নয়া জামানা ,মালদা ঃ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পায়ে দেওয়ার নাম করে এলাকার একাধিক মহিলাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছেন কয়েকজন ব্যক্তি। জানা যায় ওই ব্যক্তিদের নাম জয়দেব মর্মু ,মুনিকা সরেন, মুনি সরেন, তাদের বাড়ি গাজোলের শালাইডাঙ্গা অঞ্চলের সাবইল এলাকায়। সাবইল এলাকার একাধিক মহিলারা রবিবার গাজোল থানায় একটি জিডি করেন এই বিষয় নিয়ে। এদিন এলাকার মহিলারা এ বিষয় নিয়ে এলাকায় বিক্ষোভ দেখান। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গাজোল থানার পুলিশ । তারা ঐ মহিলাদের সাথে কথা বলেন। তারা পুলিশের কাছে আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ তুলে নেন। সাবইল এলাকার সুরুত বিশ্রা(৫০), পনতি বর্মন(২৮), গৌরী সরকার (৩৭), মায়া মন্ডল (৩৫), বাসন্তী মুর্মু(৪৫) তারা বলেন গাজোলের শালাইডাঙ্গা অঞ্চলের সাবইল এলাকার বাসিন্দা জয়দেব মুর্ম তার স্ত্রী মুনিকা সরেন মুনি সরেন তারা আমাদের এলাকার মহিলাদের ভুল বুঝিয়ে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পায়ে দেওয়ার নাম করে আমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ কারো কাছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছেন ।আমাদের এলাকায় প্রায় ১৮ জন মহিলাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। তারা বলেছেন ৫০ হাজার টাকা প্রতি মাসে ৬০০০ করে টাকা আপনাদের একাউন্টে ঢুকবে, এক বছর পর এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পাবেন। এক বছর হয়ে গেল আমাদের একাউন্টে কোন টাকা ঢোকেনি আমরা কোন সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইনি। এ বিষয় নিয়ে কয়েকদিন আগে গ্রামে বসা হয়েছিল। সে টাকা নিয়েছে সকলের সামনে স্বীকার করেছিল কিন্তু কোন টাকা সে ফেরত দেয় নি। আমরা টাকা চাইতে গেলে তারা আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। আমরা এ বিষয় নিয়ে রবিবার গাজোল থানা লিখিত অভিযোগ জানায়।আজ শাবইল এলাকায় আমরা এ ঘটনা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। তারা আমাদের আশ্বাস দিলে আমরা বিক্ষোভ তুলে নেই। আমাদের দাবি আমাদের টাকা ফেরত দিতে হবে। ওই ব্যক্তিরা বাড়িতে নেই তারা বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

জঙ্গী যোগ সন্দেহে দিল্লি পুলিশের জালে মানিকচকের যুবক

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ শান্ত মানিকচকে হঠাৎই আশঙ্কার মেঘ। জঙ্গি সন্দেহে কলকাতা থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আসিনটোলা গ্রামের এক যুবক।ধৃত যুবকের নাম ওমর ফারুক। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই গোটা গ্রাম জুড়ে যেমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে তেমনি ওমর ফারুকের পরিবার এখন দিশেহারা।

পেশায় শ্রমিক ওমর ফারুক উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর গত কয়েক মাস থেকে কলকাতায় থাকতেন।পরিবারের দাবি, তিনি সেখানে শ্রমিকের কাজ করে প্রতি মাসে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠাতেন। কিন্তু আচমকাই দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল তাকে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করলে শোরগোল পড়ে যায়। ওমর ফারুকের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, তার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে। তার বাবা আফতাব হোসেন একজন সাধারণ পরিযায়ী শ্রমিক এবং ভাই টোটো চালিয়ে সংসার টানেন। একটি অতি সাধারণ পরিশ্রমী পরিবারের ছেলের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগে হতবাক প্রতিবেশীরাও।

হবিবপুরে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন

নয়া জামানা, মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগ হবিবপুর ব্লকের উদ্যোগে , ও হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় ব্লক স্তরের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হলো হবিবপুর ব্লকের তাজপুর ফুটবল ময়দানে।সোমবার সকাল থেকে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জলন ও অতিথিদের বরণের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।এরপর এলাকার গবাদী পশু, মুরগি, হাঁস, শুকরের টিকা করন করা হয়। ক্যাম্পে আসা সাধারণত কৃষকদের হাতে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এলাকার গাই, শংকর বকনা,

মহিষ প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ করাহয়। পশু পালনের যে সমস্ত উদ্যোক্তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিজের প্রধান জীবিকা নির্বাহের জন্য ও কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের মধ্যেও সেরা কর্মীদেরও পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করা। এবং এলাকার গোপালন ও গোপালকারীদের জন্য ঘুটে দেওয়া ও খড় কাটা প্রতিযোগিতা সবুজ গো খাদ্য চাষীদের পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া এই মঞ্চে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাণী পালন ও কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের উপ অধিকর্তা ডঃ অমর চন্দ্র মাজি, হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুখী রানী সাহা ,বি এল ডি ও হবিবপুর ডাক্তার তুষার কান্তি বণিক ,প্রাণী চিকিৎসক ডাক্তার পাপন প্রতিহার সহ অন্যান্য চিকিৎসকেরা।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে হবিবপুরে রাস্তায় আশা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা, রাজ্য সরকারকে কৃতজ্ঞতা

নয়া জামানা,মালদহ ঃ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে সোমবার মালদহে প্রতিবাদের সুর তুললেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস,এর আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। মালদহ জেলার হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী এলাকায় অবস্থিত সিডিপিও দপ্তর ঘিরে তারা মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।এদিন হাতে প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।পাশাপাশি রাজ্য বাজেটে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের অনারিয়াম বৃদ্ধি এবং মৃত্যুকালীন পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানান।সংগঠনের মালদহ জেলা সভানেত্রী লক্ষ্মীমণি সাহা নাগের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি সংগঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের বক্তব্য, অধিকার আদায়ের লড়াই চলবেই পাশাপাশি রাজ্যের ইতিবাচক উদ্যোগ আমাদের নতুন শক্তি জোগাচ্ছে।প্রতিবাদ ও কৃতজ্ঞতার মিশেলে দিনভর আন্দোলনে সরগরম ছিল হবিবপুর।

চলো কর্মসূচি ঘিরে সুজালীতে তৎপরতা, বিডিও অফিসে গণ-ডেপুটেশনের ডাক

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর চলো কর্মসূচিকে সামনে রেখে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। সোমবার সকালে অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কামাল উদ্দিন, প্রধানের ইনচার্জ লতিফুর রহমান, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, বুথ সভাপতি এবং ২২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। সভায় মূলত আগামী মঙ্গলবার ইসলামপুর বিডিও অফিসে নির্ধারিত ডেপুটেশন কর্মসূচি সফল করার রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতৃত্বদের অভিযোগ, ২০২৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রধান নুড়ি বেগমের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলেও দাবি তোলা হয়। প্রধানকে অপসারণের দাবিতে পূর্বে পঞ্চায়েত ভবনের সামনে টানা ১৪ দিন ধর্না কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। জেলা নেতৃত্বের আশ্বাসে সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি বলে অভিযোগ করেন নেতৃত্বরা। তাঁদের দাবি, উপপ্রধান লতিফুর রহমানকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হলেও আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় উন্নয়নের কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না, যদিও পঞ্চায়েতের তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে প্রধানের অপসারণ ও উপপ্রধানকে পূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ইসলামপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হবে। নেতৃত্বদের দাবি, ওই কর্মসূচিতে প্রায় তিন হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে উচ্চ নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে

মানিকচকে বিজেপি প্রার্থী নিয়ে জল্পনা, হেভিওয়েট নেতাদের নাম ঘিরে ধোঁয়াশা

নয়া জামানা , মনিকচক ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে। আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি-র মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্র-এ প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। তবে একাধিক ‘হেভিওয়েট’ নেতার নাম ঘিরে জল্পনা তীব্র হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মন্ডল, পাশাপাশি জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ মিশ্র, মানিকচক বিধানসভার কো কনভেনার বিশ্বজিৎ মন্ডল, জেলা সম্পাদক সন্তোষ মণ্ডল এবং জেলার সহ-সভাপতি পবিত্র দাস-এর নামও শোনা যাচ্ছে।দলীয় কর্মীদের একাংশের দাবি, মানিকচকের ‘ভূমিপুত্র’কেই প্রার্থী করা হোক;এই দাবিতে ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে প্রচার শুরু হয়েছে। গৌরচন্দ্র মন্ডলের অনুগামীরা দাবি করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছেন এবং দল তাঁকেই প্রার্থী করবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

অন্যদিকে অভিজিৎ মিশ্রের সমর্থকরাও দাবি করেছেন, তাঁর টিকিট প্রায় নিশ্চিত এবং তিনিই দলীয় প্রার্থী হিসেবে সামনে আসবেন।এ বিষয়ে অভিজিৎ মিশ্র বলেন, প্রার্থী নির্বাচন সম্পূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। দল যদি তাঁকে মনোনীত করে, তবে তিনি মানিকচকের জন্য লড়াই করবেন। অপরদিকে গৌরচন্দ্র মন্ডল দাবি করেছেন, তাঁর টিকিট প্রায় চূড়ান্ত এবং তিনি জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তবে রাজ্য নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। সব মিলিয়ে মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে, আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন দলীয় কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 10

ভোটার তালিকায় নথি যাচাইয়ে জেলায় দায়িত্ব পেল ১০ বিচারক

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

জেলায় ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে বেনজির পদক্ষেপ করল প্রশাসন। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভোটারের নথি ফের খতিয়ে দেখতে সরাসরি ময়দানে নামছেন বিচারকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসআইআর (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট) নিষ্পত্তির গুরুদায়িত্ব সামলাবেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা। কমিশনের এই কড়া অবস্থানে জেলাজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিপুল পরিমাণ নথির স্তূপ কীভাবে বিচারকরা সামাল দেবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে উদ্বেগের ভাঁজ চওড়া হয়েছে। রবিবার বহরমপুরের সার্কিট হাউসে এক হাইভোল্টেজ বৈঠকে এই অভিযানের রূপরেখা তৈরি হয়। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারের উপস্থিতিতে জেলা ও মহকুমা আদালতের বিচারকদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। বৈঠক শেষে বিচারকরা সরাসরি ব্লক অফিসগুলি পরিদর্শনে যান। ভোটারদের জমা দেওয়া নথিতে কমিশন সন্তুষ্ট হতে না পারায় এই পুনর্মূল্যায়নের পথে হাঁটতে হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, জেলার সাড়ে চার লক্ষ ভোটার এখনও প্রশাসনের আতশকাঁচের নিচে রয়েছেন। কাজের সুবিধার্থে জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ১০ জন বিচারককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

হিসেব অনুযায়ী, গড়ে প্রতি দুজন বিচারক তিনটি করে বিধানসভার নথিপত্র পরীক্ষা করবেন। তবে এই দায়িত্ব বণ্টন কেবল ভৌগোলিক দূরত্বের নিরিখে হবে, নাকি জমা পড়া ফর্মের সংখ্যার ভিত্তিতে করা হবে, তা নিয়ে রবিবার বিকেল পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিছু বিধানসভায় সন্দেহভাজন ভোটারের সংখ্যা কম হলেও অন্যত্র সেই সংখ্যাটা পাহাড়প্রমাণ। ফলে নির্দিষ্ট কয়েকজন বিচারকের ওপর কাজের চাপ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার থেকেই বিডিও অফিসগুলিতে শুরু হতে পারে এই হিয়ারিং প্রক্রিয়া।

যে সমস্ত বিধানসভা এলাকায় একাধিক ব্লক বা পুরসভা রয়েছে, সেখানে একটি নির্দিষ্ট বিডিও অফিসকেই মূল কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এক এক জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে গড়ে অন্তত ৪৫ হাজার করে নথি যাচাই করতে হবে।' প্রতিটি আবেদনকারীর হার্ড কপি এবং সফট কপি মিলিয়ে দেখতে অন্তত দশ মিনিট সময় ব্যয় হচ্ছে। যদি কমিশন ডিসপোজ হওয়া নথিগুলি ফের রিভিউ করার নির্দেশ দেয়, তবে যাচাইয়ের সংখ্যা কয়েক লক্ষে পৌঁছে যাবে। জেলা প্রশাসনের ওই আধিকারিক আরও জানান, এদিন বৈঠক শেষে আমরা বহরমপুর ব্লকের হিয়ারিং ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের।

সেখানে গোটা প্রক্রিয়া দেখানোর পর যেটা দেখা গেল, এক একটি ফর্মের সঙ্গে থাকা নথি যাচাই করতে অন্তত ১০ মিনিট করে সময় লাগবে। এই ম্যারাথন প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, তা নিয়ে জেলা প্রশাসনের অন্দরেই সংশয় তৈরি হয়েছে। তবুও ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করতে কোনও খামতি রাখতে নারাজ নির্বাচন কমিশন।

আপাতত বিচারকদের কলমেই নির্ধারিত হবে সাড়ে চার লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ। প্রতীকী ফটো।

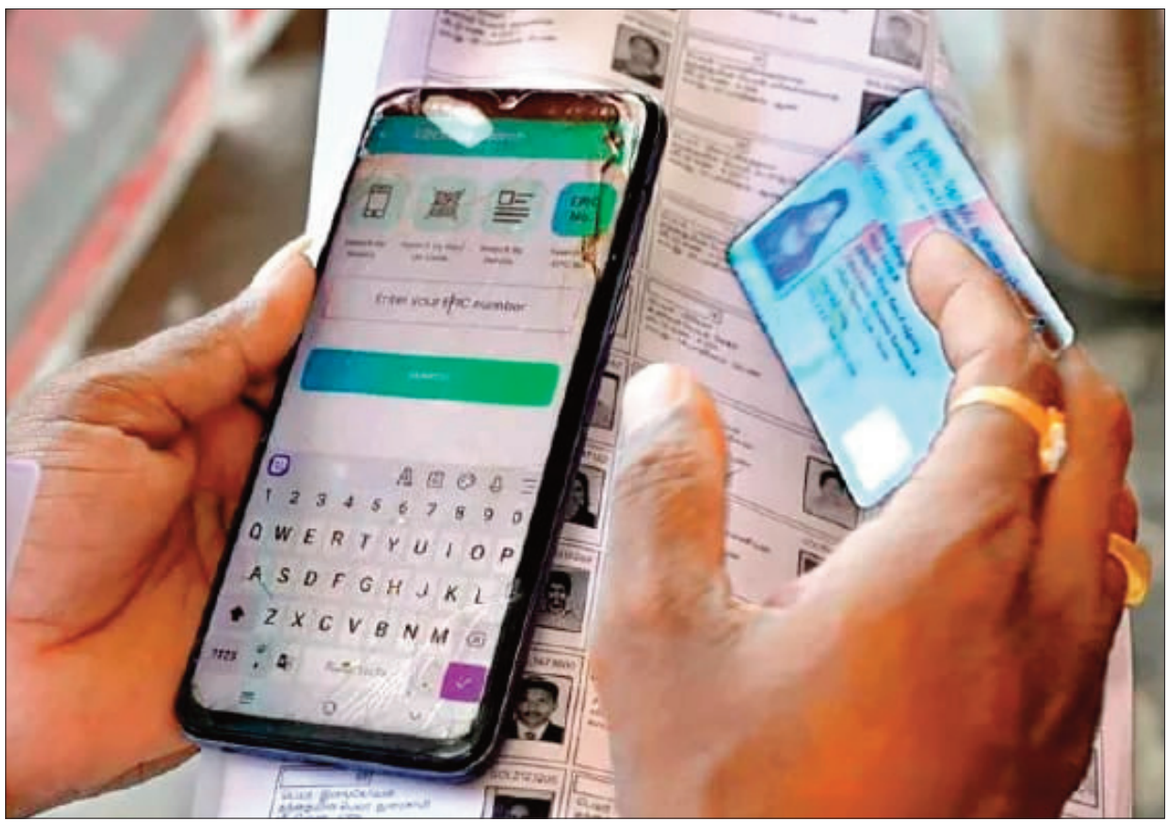

ভাগীরথীর পাড়ে রহস্যের ইঁদারা, কাঠগোলা বাগানবাড়ির ইতিবৃত্ত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভাগীরথীর পাড়ে আজও ফিসফিস করে ইতিহাস। মুর্শিদাবাদের অলিগলি জুড়ে নবাবী আমলের যে মায়াবী হাতছানি, তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু কাঠগোলা বাগানবাড়ি। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থাপত্য ঘিরে দানা বেঁধেছে নানাবিধ রহস্য। স্থানীয় জনশ্রুতি আর ইতিহাসের চোরাস্রোতে এই বাগানবাড়ির নাম ও উৎস নিয়ে তৈরি হয়েছে এক ধোঁয়াশা। কেউ বলেন কাঠের কারবার, কেউ আবার খুঁজে পান দুষ্প্রাপ্য কাঠগোলাপের সুবাস। তবে সব ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে এক গুপ্তধন প্রাপ্তির রোমহর্ষক কাহিনি। জিয়াগঞ্জের দুগর পরিবারের চার ভাই লক্ষ্মীপৎ, জগপৎ, মহীপৎ এবং ধনপৎ সিংয়ের হাত ধরে গড়ে ওঠা এই প্রাসাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য এক মুর্শিদাবাদ। কাঠগোলা নামের উৎপত্তি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। বাগানবাড়ির প্রবেশপথে যে বিশাল নহবত গেটটি রয়েছে, তার সামনের রাস্তাটি একদা কাঠের গোলার জন্য পরিচিত ছিল। সেখান থেকেই লোকমুখে নাম হয়েছে 'কাঠগোলা'। আবার বিপরীত মেরুর মত অনুযায়ী, এই বাগান এককালে উপচে পড়ত নজরকাড়া সব ফুলে। বিশেষ করে কাঠগোলাপের প্রাচুর্য ও খ্যাতির কারণেই নাকি এই নামকরণ।

নামের এই দ্বৈরথ আজও পর্যটকদের কৌতূহলী করে তোলে। তবে কেবল নাম নয়, এই বাড়ির মালিকদের পরিচয় নিয়েও রয়েছে বিস্তর বিতর্ক। কেউ তাঁদের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী হিসেবে সম্মান দেন, আবার কেউ বা তাঁদের অতীতের আড়ালে খুঁজে পান দস্যুবৃত্তির কালো ছায়া। কথিত আছে, বাগানবাড়ির পূর্ব দিকে এক পুরনো মসজিদ ও কবরস্থানের পাশে থাকা একটি প্রাচীন ইঁদারা বদলে দিয়েছিল দুগর ভাইদের ভাগ্য। সেখান থেকেই নাকি বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন উদ্ধার করেছিলেন তাঁরা। সেই ধনের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই জমকালো প্রাসাদ ও বিখ্যাত আদিনাথ মন্দির। এই জৈন মন্দিরটি কাঠগোলার স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। প্রাসাদের চত্বরে আজও চার ভাইয়ের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি তাঁদের সেই দাপুটে অতীতের সাক্ষ্য দেয়। এককালে এখানে বসত সুর আর তালের জলসা। নবাব থেকে শুরু করে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্তারা নিয়মিত যাতায়াত করতেন এই প্রমোদভবনে। আভিজাত্যের আড়ালে এই বাগানবাড়িই হয়ে উঠেছিল রাজনীতির গোপন আঁতুড়ঘর। কাঠগোলার সবচেয়ে রহস্যময় অংশ হলো এর ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ। ভাগীরথী নদীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই গোপন পথটি নাকি বিস্তৃত ছিল জগৎশেঠদের বাড়ি পর্যন্ত। পলাশীর যুদ্ধের আগে ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের যে গভীর ষড়যন্ত্র দানা বেঁধেছিল, এই বাগানবাড়ির দেওয়ালগুলো তার নীরব সাক্ষী। আজ সেই জৌলুস হয়তো কিছুটা স্তিমিত, কিন্তু এর সংগ্রহশালা, চিড়িয়াখানা আর বাঁধানো পুকুর দেখতে আজও ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ। নবাবী শাসনের অবসান আর কলকাতার উত্থানের মাঝে কাঠগোলা আজও তার গোপন সুড়ঙ্গ আর গুপ্তধনের আখ্যান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। 'এক সময়ে এই বাগানবাড়িতে নিয়মিত জলসা হত। নবাব এবং অভিজাতদের যাওয়া আসা ছিল এখানে। ইংরেজরাও এখানে আসতেন। মুর্শিদাবাদে ব্রিটিশদের ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রেও এই বাগানবাড়ি জড়িয়ে ছিল। বাগানের ভিতর একটি সুড়ঙ্গপথ আছে, যা ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত। ওই গোপন পথে জগৎশেঠদের বাড়ি যাওয়া যেত বলে শোনা যায়। এখানকার প্রাসাদ, সংগ্রহশালা, বাগান, আদিনাথ মন্দির, চিড়িয়াখানা, বাঁধানো পুকুর, গোপন সুড়ঙ্গ দেখতে ভিড় করেন প্রচুর মানুষ।' ছবি সংগৃহিত।

অতীতের ব্রহ্মপুর, আজকের বহরমপুর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভাগীরথীর তীরে পলি জমা ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে ছিল এক নাম; 'ব্রহ্মপুর'। কিন্তু সাহেবদের জিভের আড়ষ্টতায় সেই নামই একদিন বদলে হয়ে গেল 'বহরমপুর'। সাতশো ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি ধন্য যে গ্রাম একসময় সাতপুকুরিয়া ব্রহ্মপুর নামে পরিচিত ছিল, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সেনানিবাস গড়ার হাত ধরে তা-ই আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শহর। আড়াইশো বছরের ঐতিহ্যের ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে থাকা এই শহর কেবল নাম বদলের সাক্ষী নয়, বরং ভারতীয় স্বাধীনতার এক অস্থির সন্ধিক্ষণেরও জীবন্ত দলিল। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যায়, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ১৬০৮ থেকে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উইলিয়াম ক্লিঞ্চ উত্তর-পূর্ব ভারত ভ্রমণে এসে প্রথম এই জনপদের নাম নথিবদ্ধ করেন। তখন মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হয়নি। ১৭১০-এর দশকে মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন রাজধানী পত্তন করছেন, তারও অনেক আগে থেকেই ব্রহ্মপুর ছিল বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা এখানে সেনাঘাঁটি তৈরি করলে বদলে যায় জনপদের চরিত্র। স্থানীয়দের মুখে মুখে ফেরা 'ব্রহ্মপুর' সাহেবদের উচ্চারণে বিবর্তিত হয়ে আজকের 'বহরমপুর' রূপ ধারণ করে। এই শহরই দেখে ছিল ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া সিপাহী বিদ্রোহের সেই প্রথম স্ফুলিঙ্গ। ১৮৫৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ব্যারাকস্কোয়ার ময়দানেই জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। এই ময়দান শুধু বিদ্রোহেরই নয়, দেশভাগের এক অদ্ভুত টালমাটাল পরিস্থিতিরও সাক্ষী। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট যখন গোটা দেশ উৎসবে মাতোয়ারা, তখন র‍্যাডক্লিফের মানচিত্র অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অংশ। এমনকি সেই দিন সকালে ব্যারাকস্কোয়ার মাঠে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তৎকালীন আইসিএস অফিসার আই আর খান। পরবর্তী তিন দিন ছিল চরম অনিশ্চয়তার। শেষ পর্যন্ত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সমীকরণে বদলে যায় মানচিত্র। খুলনার বদলে মুর্শিদাবাদ অন্তর্ভুক্ত হয় ভারতের। ১৮ অগাস্ট ফের সেই ব্যারাকস্কোয়ারের মাঠেই উড়ল তেরঙা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দিন পর সরকারিভাবে ভারতের মানচিত্রে জায়গা পায় এই ঐতিহাসিক শহর। আজকের বহরমপুর মানেই কেবল ইতিহাস নয়, বরং শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অনন্য পীঠস্থান। কলকাতা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরের এই শহর বর্তমানে রাজ্যের ষষ্ঠ বৃহত্তম নগরী। ২০১১ সালে পৌর নিগমে উন্নীত হওয়ার ছাড়পত্র মেলা এই শহর উপহার দিয়েছে মহাশ্বেতা দেবী, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কিংবা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের মতো সাহিত্যিককে। এই মাটিরই সন্তান ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঁসা, শোলা, তাঁত আর মুর্শিদাবাদী সিল্কের গরিমা আজও এই শহরকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করে রেখেছে। সাতপুকুরিয়া ব্রহ্মপুর থেকে আজকের আধুনিক বহরমপুর; আড়াইশো বছরের এক মায়াবী ঐতিহ্যের চাদর জড়িয়ে আজও কথা বলে চলে এই জনপদ। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া।

পানীয় জলের হাহাকার রঘুনাথগঞ্জে, পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ গরমে পানীয় জলের চরম সংকটে রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিয়াপুর গ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ তুলে সোমবার উমরপুর-লালগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। মিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি সেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিগত ৪-৫ দিন ধরে এলাকায় এক ফোঁটাও জল আসেনি। গ্রামের মহিলারা জানান, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে স্নান;সবকিছুর জন্যই তাঁদের দীর্ঘ পথ হেঁটে অন্য গ্রাম থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এমনকি অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর পুকুরের জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, বারংবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেও সরব হয়েছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। বাধ্য হয়েই এদিন রাস্তায় হাঁড়ি-কলসি ও বালতি নিয়ে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইয়াকুব আলী জানান, মিয়াপুর গ্রামটি তাঁর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই পড়ে। তিনি বলেন,'জলের সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। এই প্রকল্পটি মূলত পিএইচই দপ্তরের অধীনে এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্য বা কেন্দ্রের টানাপোড়েনের কারণে অনেক সময় কাজের গতি থমকে যায়। তবে গ্রামবাসীরা সরাসরি আমাকে এই সাম্প্রতিক সমস্যার কথা আগে জানাননি। জানলে আমি অবশ্যই বিকল্প ব্যবস্থা নিতাম।' তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, পানীয় জলের মতো মৌলিক প্রয়োজন নিয়ে কোনো রাজনীতি হওয়া উচিত নয় এবং তিনি দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে জলের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করবেন।

কাজের চাপে অসুস্থ ইআরও কর্মী, ভর্তি হলেন হাসপাতালে

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের ইআরও অফিসে কর্মরত অবস্থায় আচমকাই লুটিয়ে পড়লেন কর্মী তাপস কুমার ঘোষ। সোমবার অফিস চলাকালীন এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সহকর্মীরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে তেঘরী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার জেরে রীতিমতো উদ্বেগের ছায়া নেমে এসেছে ব্লক প্রশাসনিক দফতরে। পরিবার সূত্রে অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপে মারাত্মক মানসিক উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন তাপস। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপ ও মানসিক উদ্বেগে ভুগছিলেন তাপস কুমার ঘোষ। অতিরিক্ত কাজের বোঝা সহ্য করতে না পেরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে সাফ জানিয়েছেন পরিজনেরা। সূত্রে খবর, কাজ করার সময় হঠাৎই তিনি শারীরিক অস্বস্তি বোধ করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। খবর দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদেরও। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে এই ধরণের ঘটনার পর সহকর্মীদের মধ্যেও মানসিক চাপ নিয়ে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ছোট এই গ্রামীণ ব্লকের কাজের পরিবেশ ও কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি এখন প্রশাসনের আতসকাচের তলায়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 11

সোনাঝুরিতে বসন্ত উৎসবে ‘না’ ! পরিবেশ রক্ষায় রঙ খেলায় কড়া নিষেধাজ্ঞা

কার্তিক ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

দোল ও হোলি উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সোনাঝুরি হাট স্বেচ্ছায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল সোনাঝুরি হাট কমিটি। সোমবার বীরভূমের জেলাশাসক সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক দপ্তরে পাঠানো এক চিঠিতে এই কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ মার্চ ও ৪ মার্চ ;এই দুই দিন হাট বন্ধ থাকবে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দোল ও হোলি আনন্দের উৎসব হলেও তা সোনাঝুরি জঙ্গলে উদযাপনের ফলে প্রায়ই পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই জঙ্গলের সংবেদনশীল পরিবেশের মধ্যে হাটটি অবস্থিত। তাই এখানে বড় আকারের উৎসবমুখর ভিড় ও রং ব্যবহারে বনাঞ্চলের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছে কমিটি। সেই কারণেই বন ও পরিবেশ সুরক্ষায় আগাম পদক্ষেপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে এই বিষয়েই পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত জেলা শাসক-সহ প্রশাসনকে চিঠি দেন। গত বছর সোনাঝুরি হাটে শেষ

মুহূর্তে দোল খেলার নিষেধাজ্ঞা ওটাই পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়।

সোনাঝুরি হাট সংলগ্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়ে একটি মামলা বর্তমানে জাতীয় পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ, কলকাতায় বিচারাধীন। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক নির্দেশ জারি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রতি বছর বসন্ত উৎসব ও দোলের সময় বিপুল পর্যটক সমাগমে প্লাস্টিক বর্জ্য, শব্দদূষণ, অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন প্রবেশ ও জঙ্গলের ভিতরে অবাধ যাতায়াতে পরিবেশের উপর চাপ বাড়ছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, উৎসবের আবহে জঙ্গল এলাকায় অস্থায়ী দোকানপাট ও অনিয়ন্ত্রিত ভিড় বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যদিও ২০১৯ সাল পর্যন্ত বসন্ত উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হত বিশ্বভারতীতে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের মতো দোলের দিন বাদ দিয়ে অন্য দিনে বসন্ত বন্দনা অনুষ্ঠান করে। তবু দোল ও হোলির দিনেই শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের বড় অংশ সোনাঝুরি ও আশপাশের জঙ্গল এলাকায় ভিড় জমান।।এদিকে সোনাঝুরি হাট কমিটির ব্যবসায়ীদের পক্ষে মোহম্মদ আবুল ফজল, কাওসার শেখ জানান, দোলের সময় হাটে বিপুল জনসমাগম হয় এবং বাইরে থেকে বহু পর্যটক এসে আবির খেলেন, যার ফলে পরিবেশ দূষণ হয়। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই আমরা জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে দোল ও হোলির দিন হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছি। জানা গিয়েছে, পরিবেশ সংক্রান্ত মামলাটি বিচারাধীন থাকার বিষয়টিও মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে ব্যবসায়িক ক্ষতি কিছুটা হলেও পরিবেশ সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁরা। তবে দোলের দিন পর্যটকদের সোনাঝুরি এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রশাসনই দেখবে বলে হাট কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ময়ূরেশ্বরে অবৈধভাবে বালি পাচার, ক্ষুব্ধ আমজনতা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ময়ূরেশ্বরের দোগাছি গ্রামে মনিকণিকা কাঁদর থেকে অবৈধ বালি তোলার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে এলাকা থেকে বালি তুলে নিয়ে গিয়ে অবৈধভাবে অন্যত্র বিক্রি করা হচ্ছে। এই ঘটনায় দোগাছি গ্রামের বাসিন্দা ফইজুল শেখ, তাজরুল শেখ, রাজ বাহার শেখ ও আনাম শেখের নাম উঠে এসেছে। যদিও এই বালি তোলার অভিযোগ একেবারেই অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত ফইজুল শেখ। তার দাবি, তিনি নিজের জমি থেকেই বালি তুলেছেন এবং এই বালি তোলার সাথে দুর্নীতি কিংবা অন্যত্র ব্যবসা করার কোন সম্পর্ক নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন এই বালি পাচারের বিষয়টি প্রশাসনের কাছে জানানো হলো এখনও অব্দি কোনো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয়দের হুঁশিয়ারি যে, যদি এই কাজটি দ্রুত বন্ধ না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে হাঁটবে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন কবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সর্পপ্রেমীর সাহসিকতায় উদ্ধার হল পূর্ণবয়স্ক চন্দ্রবোড়া !

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ শীতের প্রকোপ কমতেই সাপেরা বেরিয়ে পড়েছে নিজেদের গর্ত থেকে। সোমবার দুপুর বেলা নবদ্বীপ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাইল্যান্ড কলোনির একটি গৃহস্থ বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি পূর্ণবয়স্ক চন্দ্রবোড়া সাপ।সূত্রের খবর, রবিবার রাতে এলাকার একটি নর্দমার পাশে সাপটিকে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এরপরে সোমবার সকালে এলাকার বাসিন্দা অশোক দের বাড়িতে সাপটি ঢুকে পড়ে। সাপটিকে দেখে রীতিমতন ভয় পেয়ে অশোক বাবুর স্ত্রী তাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে একসঙ্গে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। তবে বনদপ্তরের সহযোগিতা না মেলায় খবর পাঠানো হয় সর্বপ্রেমী তন্ময় বিশ্বাসকে। স্থানীয় বাসিন্দা তন্ময় বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎপরতার সাথে সাপটিকে উদ্ধার করেন এবং বস্তাবন্দী করেন। এরপরেই স্বস্তি ফিরে পান অশোক দের পরিবার এবং গোটা এলাকাবাসী।

রামপুরহাটে যানজট ঃ নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যে অনড় সিভিক ভলেন্টিয়ার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন রামপুরহাট সাব ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার মহঃ চয়ন সেখ । সোমবার রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তাঁকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। প্রতিদিনের মতো এ দিনও তিনি নিয়মিত ডিউটি পালন করে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।ব্যস্ত এই বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সকাল থেকেই ছিল যানজট ও ভিড়।ট্রাফিকের নির্ধারিত পোশাক, হেলমেট পরে এবং হাতে বাঁশি নিয়ে তিনি সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।বাঁশি বাজিয়ে একদিকে যানবাহন থামানো, অন্যদিকে ধাপে ধাপে ছেড়ে দেওয়া সব মিলিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁর তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।বিশেষ করে সাধারণ পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পার করাতে তাঁকে বারবার এগিয়ে যেতে দেখা যায়। বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশুদের পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদেরও তিনি নিজে দাঁড়িয়ে রাস্তা পার করিয়ে দেন। ফলে ব্যস্ত সড়কেও দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, মহঃ চয়ন সেখ নিয়মিতভাবে এই এলাকায় ডিউটি করে আসছেন এবং তাঁর আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের কারণে যান চলাচল অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত থাকে। প্রতিকূল আবহাওয়া, তীব্র রোদ বা অতিরিক্ত ভিড় কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁকে দায়িত্বে অবহেলা করতে দেখা যায় না বলেই জানান পথচলতি মানুষ।বাসস্ট্যান্ড চত্বরে অটো, বাস ও অন্যান্য যানবাহনের চাপ সবসময়ই বেশি থাকে। সেই পরিস্থিতিতেও শান্ত ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ট্রাফিক সামলে যানবাহনকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলাচল করতে সাহায্য করছেন। ফলে যাত্রী ও পথচারী উভয়েরই যাতায়াত সহজ হচ্ছে।স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রশাসনের পাশাপাশি এ ধরনের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিষ্ঠা ও সক্রিয় উপস্থিতিই শহরের ব্যস্ত এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহঃ চয়ন সেখের কাজ সেই দায়িত্ববোধেরই উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

স্নান করতে গিয়ে ভাগীরথীর জলে তলিয়ে গেল ভিনরাজ্যের এক যুবক! উদ্ধারকার্যে ডুবুরির দল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মায়াপুর পরিক্রমণে এসে ভাগীরথীর জলের তলিয়ে গেলেন ভিনরাজ্যের এক যুবক। সন্ধান পেতে নামানো হলো ডুবুরিদের দল। সোমবার বিকেল আনুমানিক চারটে নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। সূত্রের খবর,এদিন প্রতাপনগরের অরবিন্দপল্লী থেকে মায়াপুর ইসকনের নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা আন্তর্জাতিক গ্রুপের মোট চার সদস্য একটি টোটো ভাড়া করে জগন্নাথ বাড়ি ঘাটে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদেরকে সতর্ক করলেও তারা সেটিতে কোন কর্ণপাত করেনি। পরে সেই চারজন যুবকের মধ্যে থেকে উত্তরাখণ্ডের পিথাগড়ের বাসিন্দা বিজয় জেঠী নামক ইসকন ভক্ত এক যুবক ভাগীরথীর জলে তলিয়ে যায়। এই আকস্মিক ঘটনার জেরে গঙ্গার ঘাট জুড়ে এলাকাবাসীরা ভিড়ে জমান।ঘটনার পরেই এলাকায় ছুটে আসে পুলিশ প্রশাসন এবং নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। যুবককে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভাগীরথীতে নামানো হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের এক ডুবুড়িকে। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টার পরেও যুবকের দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

মুকুল রায়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া ভাজনঘাটে, পৈতৃক ভিটেয় নেমে এলো নীরবতা !

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ পাড়ার ছেলে ‘মুকুলদা’ আর নেই।বিধায়ক মুকুল রায়ের মৃত্যু সংবাদে তাঁর পৈত্রিক ভিটের প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া।শোকের ছায়া নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভাজনঘাট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রামে। এই গ্রামে মুকুল বাবুর পৈত্রিক ভিটা রয়েছে। মুকুল রায়ের বাবা যুগল রায় ভাজন ঘাটের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ভাজন ঘাট থেকেই পড়াশোনা করার পর রেলে চাকরি পান। মুকুল রায় বাবার সঙ্গে পৈত্রিক বাড়িতে আসতেন, বিশেষ করে আম- জামের যখন ফলন হতো তখন তিনি আসতেন ভাজন ঘাটের এই বাড়িত। মুকুলের সেই বাড়ি আজও রয়েছে, প্রতিবেশীরা সেটার দেখাশোনা করেন। সকাল সন্ধ্যায় সেই বাড়িতে এখনো পরে ধূপ-ধূনো।ভাজন ঘাটে

মুকুল রায়ের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাতেই প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।মুকুল রায়ের পরিবারের সাথে যাদের সম্পর্ক সেই শঙ্কর ভট্টাচার্য আজ শোকাহত। তিনি মুকুল রায়ের জীবনের কিছু স্মৃতিচারণ করলেন। এমনকি মুকুল বাবুর বাড়ির যারা দেখাশোনা করেন সদানন্দ হালদার তিনিও শোকাহত। তিনি মুকুল বাবুর বাড়ির সমস্ত জিনিস গুলো সংবাদমাধ্যমকে ঘুরিয়ে দেখান। সবশেষে তিনি শোক প্রকাশ করে মুকুল বাবুর আত্মার শান্তি কামনা করেন।

ডাকাতির বড়সড় ছক ভেস্তে দিলো নলহাটি থানার পুলিশ, গ্রেফতার ৩

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার নলহাটি এলাকায় বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে নলহাটি থানার পুলিশ। ধৃতদের সোমবার সকালে নলহাটি থানা থেকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পায় নলহাটি থানার পুলিশ যে কয়েকজন দুষ্কৃতী ডাকাতির উদ্দেশ্যে নলহাটি,বাণীওর রাস্তায় খাপুর কেনেল সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হয়েছে। খবর পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। তৎক্ষণাৎ একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়।পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

কয়েকজন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম আনসারুল হক, আজমির রহমান ও শুভজিৎ লেট। পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনেরই বাড়ি নলহাটি পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে।ধৃতদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। যদিও উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এলাকায় কোনও বাড়ি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত, পালিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতীদের পরিচয় এবং পুরো চক্রের হদিস পেতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাইক নয়, ডোর টু ডোর প্রচারে বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর চিঠি হাতে বাড়ি বাড়ি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এসআইআর ,এর আবহে এবং বোর্ড পরীক্ষার মরসুম চলায় মাইক প্রচার থেকে বিরত থেকে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিংয়ে জোর দিল বিজেপি। সোমবার সিউড়ি বিধানসভা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রচারের মূল হাতিয়ার ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি,র লেখা চিঠি, যা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়।গ্রামবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সময় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, গত এক দশকে কেন্দ্র সরকার দেশের দরিদ্র, কৃষক ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে পাকা বাড়ি, উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পানীয় জল, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সুফল দেশের বহু রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন। কিন্তু

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে এই প্রকল্পগুলির সঠিক সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না বলেই অভিযোগ করেন তিনি।বিশেষভাবে উঠে আসে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্রসঙ্গ। বিজেপি নেতার দাবি, রাজনৈতিক কারণে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প কার্যকর না করায় বাংলার মানুষ বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে গরিব মানুষ বড় চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সেই সুযোগ থেকে পিছিয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।বোর্ড পরীক্ষার মরসুমের কথা মাথায় রেখে মাইক বা উচ্চ শব্দের প্রচার এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানো হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা না করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এদিনের ডোর টু ডোর প্রচারে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

হলো না মা তারার দর্শন ! চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু, পরিবারে শোকের ছায়া

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ তারাপীঠে মায়ের পুজো দিতে গিয়ে সব শেষ, ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ওই যুবকের বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বিকাশ পাল (৪০), পেশায় লটারি বিক্রেতা। ফুলিয়া বাজারে তার একটি দোকান রয়েছে। রবিবার গোটা বাজার বন্ধ থাকার কারণে সে তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তারাপীঠে মায়ের পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাত্রি আটটা নাগাদ ট্রেনে করে রওনা দেয়। কিন্তু আচমকাই গভীর রাতে পরিবারের কাছে খবর আসে ব্যান্ডেল এলাকায় ট্রেন থেকে সে ছিটকে পড়ে যায়।পরে রেলের জিআরপি দেহ উদ্ধার করে

হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। পরিবারের তরফে শান্তিপুর থানায় বিষয়টি জানানো হয়। পুলিশের তত্ত্বাবধানে মৃতদেহটি সোমবার রানাঘাট মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তারপরেই মৃতদেহ বাড়িতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি কি কারনে এমন ঘটনা ঘটলো এবং এই ঘটনার পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

যুব সাথী প্রকল্পে উপচে পড়া ভিড়, পরিস্থিতি সামলাতে রাস্তায় ব্লক সভাপতি

নয়া জামানা ।। বর্ধমান

রাজ্য জুড়ে যুব সাথী প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ ও জমা নেওয়ার কাজ শুরু হতেই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক অফিসে উপচে পড়ল ভিড়। সোমবার বেড়ুগ্রাম, জোতশ্রীরাম এবং জারগ্রাম;এই তিনটি অঞ্চলের মানুষের জন্য ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার দিন নির্ধারিত ছিল। সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ ব্লক অফিস চত্বরে ভিড় জমান। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে লাইনের দৈর্ঘ্য ব্লক অফিস ছাড়িয়ে মূল সড়ক পর্যন্ত গড়ায়। ফলে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে-ও। আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন ছিল জামালপুর থানার পুলিশ বাহিনী। মেহেমুদ খাঁন নিজে রাস্তায় নেমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হন। ব্লক চত্বরে অতিরিক্ত কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা করা হয় যাতে দ্রুত ফর্ম বিতরণ ও জমা নেওয়া সম্ভব হয়। ভূমিহীন কৃষক ও যুব সাথী প্রকল্পের আবেদনকারীদের লাইনে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও প্রকল্প চালু করলে তা সকলের জন্যই করেন, সেখানে দল বা রং দেখা হয় না। তাঁর দাবি, লাইনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরাই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সকলকে ধৈর্য ধরার আবেদন জানান এবং আশ্বাস দেন যে সকল আবেদনকারীই ফর্ম পাবেন।বিডিও পার্থ সারথী দে জানান, নির্ধারিত দিনের তুলনায় এদিন ভিড় কিছুটা বেশি ছিল। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন কাউন্টার ঘুরে তদারকি করেন এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন। জামালপুর থানার পক্ষ থেকেও

পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রশাসনের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।রাজনৈতিক মহলে এই প্রকল্প ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে। শাসকদলের দাবি, ভোটের আগে এই প্রকল্প বড় পদক্ষেপ। যদিও বিরোধীদের কটাক্ষও শোনা যাচ্ছে, তবে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিই প্রকল্পের প্রতি আগ্রহের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

ছাত্রীকে যৌনহেনস্থায় গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ মেমারি থানা এলাকায় ৬০ বছরের বৃদ্ধের যৌন লালসার শিকার হল ১১ বছরের এক স্কুল ছাত্রী। ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীরা উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধকে আটকে রাখেন ।

পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে আটক করে মেমারি থানায় নিয়ে আসে। পরে নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে মেমারি থানার পুলিশ। ধৃত বৃদ্ধের নাম প্রণব ঘোষ। সোমবার দুপুরে পকশো আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায় মেমারির একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খিচুড়ি আনতে যাওয়ার পথে ওই নাবালিকা ছাত্রীকে এক বৃদ্ধ প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ।

ভয়ে নাবালিকাটি প্রথমে তার বাড়িতে কিছু জানায়নি। কিন্তু আবার ২২ ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ গতকাল রবিবার বিকালে ওই নাবালিকা বিদ্যালয়ের পাশে আমবাগানে খেলতে গেলে, অভিযুক্ত বৃদ্ধ তাকে আবার প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করে।

এবার আতঙ্কিত হয়ে নাবালিকাটি বাড়ি ফিরে আসে তার মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মেমারিতে ট্রেনের ধাক্কায় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এদিন সন্ধ্যায় আপ হাওড়া,বর্ধমান গেলোপিং লোকাল মেমারি স্টেশনে ঢোকার কিছুটা আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। রেল গেটে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীদের নজরে আসে ঘটনাটি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফ। পরে বিষয়টি জানানো হয় বর্ধমান জিআরপি-কে। পরে বর্ধমান জিআরপি ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলা এলাকারই একজন ফল বিক্রেতা হতে পারেন। তাঁর বয়স আনুমানিক প্রায় ৫০ বছর। তবে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি।প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ওই মহিলা আপ লাইন ধরে স্টেশনের দিকে আসছিলেন। সেই সময় ট্রেনটি দেখতে না পাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

‘লক্ষ্মী এলো ঘরে’চলচ্চিত্রে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জামালপুর ব্লকে পারাতল ২ অঞ্চলের পিরিজপুরে শেষ দিন সোমবার লক্ষ্মী এলো ঘরে চলচ্চিত্র দেখানো হয়। এই উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত হন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। ছিলেন অঞ্চল সভাপতি আনোয়ার সরকার, প্রধান মাবিয়া বেগম শেখ, উপ প্রধান সরস্বতী মুর্মু, শেখ রাজীব সহ অন্যান্যরা। বড় এলইডি স্কিনে দেখানো হয় এই ছবি। মেহেমুদ খাঁন বলেন, দলীয় নির্দেশে ১৩ টি অঞ্চলেই এই লক্ষ্মী এলো ঘরে চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর করতে চাইছেন সেটাই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই ছবি

দেখতে সেখানে প্রচুর সংখ্যায় মহিলা কর্মী সমর্থক ছাড়াও সাধারণ মানুষ ভিড় করেন। উপস্থিত সকলের কাছে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে নানা প্রকল্প করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার উল্লেখ করে বলেন, নারীদের স্বাবলম্বী করতে মুখ্যমন্ত্রী সদা সচেষ্ট। তাই এই বাজেটেই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা অনুদান বাড়িয়েছেন। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর করার কথা বলেন তিনি।

প্রানী সম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সোমবার থেকে সারা রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও শুরু হল প্রানী সম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এদিন থেকে প্রতি জেলার প্রতি ব্লকে এই বিকাশ দিবস উদযাপন করা হবে। সোমবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী- ১ ব্লকে এই প্রানী সম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন এর সূচনা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ছিলেন পূর্বস্থলী ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। প্রানী পালকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে পশু পালন, দুধ ,ডিম উৎপাদন বিষয়ে তাদের বেশ কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এখন গ্রামীণ এলাকায় বহু পরিবার স্বনির্ভর হবার সুযোগ পাচ্ছে। এদিন প্রানী সম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বার বার সেই কথাই তুলে ধরেন। তিনি জানান , মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে দপ্তরের বেশ কয়েকটি প্রকল্পে এখন রাজ্যের সাফল্য সারা দেশের নিরিখে অনেকটাই এগিয়ে। এর ফলে পশুপালন থেকে শুরু করে দুধ উৎপাদনে জেলা গুলো অনেকটাই স্বনির্ভর। গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো হচ্ছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী

বেশ কয়েকটি সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের কাছে তাদের উৎসাহ যোগাতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার কথাও তুলে ধরা হয়। মন্ত্রী জানান, ডিম উৎপাদন করে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ১০.৭২ শতাংশ ডিম উৎপাদন হয়ে যায়। গ্রামের মানুষের জন্য এখন স্বনির্ভর হবার ভালো প্রকল্প হল কালো ছাগল পালন। বিশেষ প্রজাতির এই ছাগলের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, একই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে বলে দাবি মন্ত্রীর। মুরগির চাষ এবং ডিম উৎপাদন করে পরিবার গুলোকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেওয়ার কাজ চলছে বলে মন্ত্রী জানালেন। এর জন্য সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৭ টি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোল্ট্রি খামার তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে বছরে ২৩.৪৬ কোটি ডিম উৎপাদন করা হচ্ছে। মহিলাদেরও এ বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছেন বলে দাবি করা হয়েছে। শুধুমাত্র পশু পালন প্রকল্পেই দপ্তরের কাজ থেমে নেই। প্রানীদের ঠিকঠাকভাবে প্রতি পালনের জন্য রাজ্য সরকার সব রকমের সাহায্য করছে। রাজ্যে চালু করা হয়েছে দুয়ারে পশু চিকিৎসা পরিষেবা। এই প্রকল্পে জেলা গুলোর গ্রামীণ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসার সুযোগ। পূর্ব বর্ধমান সহ রাজ্যের ৩৪৪ টি ব্লকেই এই চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও শুরু হয়েছে বিশেষ টেলি মেডিসিন পরিষেবা। ১৯৬২ নাম্বারে ফোন করলে চটজলদি পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রানী সম্পদ বিকাশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গোট ক্লাস্টার প্রকল্প। ইতিমধ্যে রাজ্যে ৫৮৮ টি গোট ক্লাস্টার তৈরী করা হয়েছে। যার ফলে গ্রামীণ এলাকায় ৩৮ হাজার ৪০০ পরিবার উপকৃত। এই প্রকল্পে আরও ক্লাস্টার বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানানো হল এদিন।

নিখোঁজ টুনটুনি, সন্ধানে শহর জুড়ে পোস্টা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শহর বর্ধমানের খাজা আনোয়ার বের এলাকা থেকে এক সদ্যোজাত পোষ্য সারমেয় আকস্মিক নিখোঁজ হয়ে গেছে। আর ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাত্র চল্লিশ দিন বয়সী ‘টুনটুনি’ নামক এই সারমেয়টির সন্ধানে ইতিমধ্যেই শহর জুড়ে পোস্টার লাগিয়েছে একটি পরিবার। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকেই নিখোঁজ ওই একরত্তি। ঘটনাটি বর্ধমান থানায় জানানো হয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে সন্ধানদাতার জন্য নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত দে এবং তাঁর সহধর্মিনী ঝর্ণা দেবী দীর্ঘদিন ধরেই পরম যত্নে বারোটি দেশীয় প্রজাতির সারমেয় পালন করছেন। তাঁদের কনিষ্ঠতম সদস্য টুনটুনি দেশি প্রজাতির হলেও, তার চেহারা বিদেশি সারমেয়র মতোই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সুকান্তবাবুর স্ত্রী জানান, তাঁরা এই অবলা জীবদের সন্তানস্নেহে লালন-পালন করেন। শুক্রবার আচমকাই ছোট সদস্যটি নিখোঁজ হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তাঁরা। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থেকে তড়িঘড়ি বাড়িতে ফিরে সন্ধান কাজে যোগ দিয়েছেন দম্পতির মেয়ে রাজশ্রী দেবী।তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি নথিভুক্ত করেছেন। তবে তদন্তে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে বের মোড় পর্যন্ত সিসিটিভি

ক্যামেরার অনুপস্থিতি। ফলে কে বা কারা এই চুরির সঙ্গে যুক্ত, তা চিহ্নিত করা পুলিশের পক্ষেও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারের আশঙ্কা, সারমেয়টির সৌন্দর্যের কারণেই হয়তো তাকে কেউ অপহরণ করেছে। অভিযুক্ত চিহ্নিত না হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে দে পরিবারে। পরিবারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, মাত্র চল্লিশ দিনের এই সারমেয়টির নিয়মিত টিকাকরণ, ডি-ওয়ার্মিং ও বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন। পারভোর মতো মারণ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং নির্দিষ্ট ডায়েট মেনে চলার বিষয়টি নিয়ে পরিবার অত্যন্ত চিন্তিত। অন্য কেউ তাকে নিয়ে গিয়ে সঠিক চিকিৎসা বা খাদ্য প্রদান করতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। শহরবাসীর কাছে দে পরিবারের বিনীত আবেদন, কেউ যদি টুনটুনির সন্ধান পান, তবে মানবিকতার খাতিরে যেন অবিলম্বে যোগাযোগ করেন।

বালি বোঝাই ডাম্পার উল্টে দুর্ঘটনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বড়গাছি মোড় এলাকায় সোমবার দুপুরে ঘটে গেল এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। বালি বোঝাই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডানদিকে উঠে পাশের বাঁশবাগানে ঢুকে উল্টে যায়। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টোটো দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডাম্পারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাম্পারটি কাটোয়ার দিক থেকে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে বালি নিয়ে যাচ্ছিল। বেলা প্রায় ১টা নাগাদ হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রত্যক্ষদর্শী বিধান বাগ জানান, বিকট শব্দে ডাম্পারটি উল্টে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।ঘটনায় ডাম্পারের চালক ও খালাসীসহ টোটোর চালক এবং এক যাত্রী আহত

হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পূর্বস্থলী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করে।এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, ওই রাস্তায় ভারী যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের কঠোর নজরদারির দাবি উঠেছে।

মডিফাইড সাইলেন্সার বিক্রি আটকাতে পুলিশের অভিযান

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক গার্ড পরিবর্তিত বা মডিফাইড সাইলেন্সারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছে। এর আগে, ট্রাফিক গার্ড পুলিশ বেশ কয়েকটি এলাকায় পরিবর্তিত বা মডিফাইড সাইলেন্সারযুক্ত মোটরবাইক ধরতে অভিযান চালিয়েছিলো। সেই অভিযানে মোটরবাইক থেকে পরিবর্তিত সাইলেন্সার খুলে ফেলা হয়। এর পাশাপাশি পুলিশ অফিসাররা মোটরবাইক চালককে সতর্ক করা হয়েছিলো। কিন্তু, অভিযোগ, তারপরেও মডিফাইড সাইলেন্সার ব্যবহার আটকানো যায়নি। এবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (ট্রাফিক)

বিশ্বজিৎ সাহার নেতৃত্বে সোমবার আসানসোলের মুর্গাশোলে দুটি মোটরবাইকের যন্ত্রাংশ বিক্রির দোকানে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে দুটি দোকান থেকে বেশ কয়েকটি পরিবর্তিত সাইলেন্সার উদ্ধার করা হয়। পরে সেই সাইলেন্সারগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই বিষয়ে বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, ট্রাফিক গার্ড পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তিত বা মডিফাইড সাইলেন্সারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। এদিন দুটি দোকানে পরিবর্তিত সাইলেন্সার পাওয়া গেছে সেখানে অভিযান চালানো হয়। তিনি আরও বলেন, এই দুটি দোকানের মালিকরা এই অভিযানে সহযোগিতা করেছেন এবং পরিবর্তিত সাইলেন্সারগুলি ট্রাফিক গার্ড পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিয়েছেন। দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে। বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, ট্রাফিক গার্ডের এই অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মিঠুনের চার্জশীট পেশ

সুজিত দত্ত,নয়া জামানা বর্ধমান ঃ বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি একটি প্রতীকী ‘চার্জশিট’ পেশ করেন। তার অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়করা। মিঠুন চক্রবর্তী তার বক্তব্যে মূলত বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিকের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, তফশিলি উপজাতি (এসটি) কোটা ব্যবহার করে বেআইনিভাবে শিক্ষক পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়কের বিরুদ্ধে টোটো চালকদের কাছ থেকে মাথাপিছু ২০০০ টাকা করে

বেআইনিভাবে আদায়ের অভিযোগ তোলেন তিনি। জেলাজুড়ে অবৈধভাবে বালিখাদ থেকে বালি তোলার নেপথ্যে শাসকদলের মদত রয়েছে বলেও দাবি করেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় ও উন্নয়নের স্থবিরতা নিয়েও সরব হন তিনি। মিঠুন চক্রবর্তী এবং বর্ধমান জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ তা একসঙ্গে চারটি সিট পেশ করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। পুরসভা ও উন্নয়নমূলক কাজের গতি নিয়েও তিনি রাজ্য প্রশাসনকে কটাক্ষ করেন। বর্ধমানের বংশগোপাল টাউন হল সংস্কারের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি তালিত রেলগেটের ওভারব্রিজ নির্মাণে রাজ্যের অসহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন। রাজ্যের কাজের গতি নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘কচ্ছপের থেকেও মন্থর গতিতে চলছে রাজ্য সরকারের কাজ।’ এদিন হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে দুর্নীতি, সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগে অনিয়ম এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে না দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। তার দাবি, পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি আটকে রাখা হচ্ছে। পঞ্চায়েত ও আসন্ন নির্বাচনের আগে বর্ধমানে মিঠুন চক্রবর্তীর এই সফর এবং স্থানীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির ‘চার্জশিট’ পেশ ঘিরে জেলা রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

অন্ধকারে রেল ওভারব্রিজ, প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিভিন্ন এলাকায় পথ বাতি থাকলেও শহর বর্ধমান জুড়ে সন্ধ্যার পর থেকে রেলওয়ে ওভারব্রীজ সহ জিটি রোড বরাবর স্ট্রীট লাইট গুলি দীর্ঘদিন ধরেই জ্বলে না। যা নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেল দোল নেই। এমনটাই অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ আলো না থাকার কারণে ঘটে যাচ্ছে দুর্ঘটনা।বার বার চুরি, ছিনতাই এর মতো নানা কার্যকলাপ বাড়ছে। অভিযোগ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিজ্ঞাপনের লাইট জ্বলজ্বল করছে। অথচ যেখানে আলো দরকার সেখানেই অন্ধকার। তবে এই নিয়ে বর্ধমান পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নুরুল আলম বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ পৌরসভার বোর্ড মিটিংয়ে তিনি বহুবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি, এর দায় কে নেবেন। তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে দিনের পর দিন ক্ষোভ বাড়ছে বলেই জানা গেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 13

নন্দীগ্রামের পুজো মঞ্চে রাজনৈতিক তোপ, তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

নয়া জামানা ।। নন্দীগ্রাম

রাজনৈতিক বক্তব্যে ফের সরগরম হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লক এলাকা। গড় চক্রবেড়িয়ার বঙ্কিম মোড়ে রামকৃষ্ণ পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ৫০টি খোল ও ২০০টি গীতা বিতরণ করেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা জরুরি। এদিন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তীব্র ভাষায় তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস একটি গোষ্ঠীস্বার্থের রাজনীতি করে এবং দলীয় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সংস্কৃতি তৈরি করছে। তিনি আরও দাবি করেন, ডায়মন্ড হারবার এলাকায় টাকা দিয়ে লোকজনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও এই অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি নাগরিকত্ব প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন। বলেন, যারা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক নন, তাঁদের নাম যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদ দেওয়া হতে পারে। তাঁর মতে, ধর্ম যাই হোক না কেন, শরণার্থী হিসেবে আসা মানুষরা নিয়ম মেনে নাগরিকত্ব পেতে পারেন। বিশেষভাবে তিনি বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন। এদিন তিনি তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষের ঘটনাও তুলে ধরেন এবং বলেন রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি প্রয়াত বিজেপি নেতা মুকুল রায়-এর স্মৃতিচারণ করে তাঁর রাজনৈতিক অবদানের কথা বলেন। এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

তিন কোটির পথশ্রী রাস্তায় দুর্নীতির অভিযোগ, কাজ বন্ধ করে পথ অবরোধে গ্রামবাসী

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ পথশ্রী প্রকল্পের রাঙ্গা স্তা ঘিরে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও প্রকল্প অনুযায়ী কাজ না হওয়ার অভিযোগ তুলে সোমবার সকাল থেকেই কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয় মানুষ। পাশাপাশি রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদও জানানো হয়। ঘটনাটি ঝাড়গ্রাম ব্লকের নেদাবহড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং চন্দ্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝামাঝি বৃন্দাবনপুর ক্যানেল পার থেকে চন্দ্রী পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার প্রস্থ ও গভীরতা প্রকল্পের নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী রাখা হচ্ছে না। পর্যাপ্ত বালি ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে না বলেও দাবি তাঁদের। ফলে শুরুতেই রাস্তার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামবাসীদের সাফ কথা, ঠিকাদার সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সরাসরি এসে আলোচনায় না বসা পর্যন্ত কাজ শুরু করতে দেওয়া হবে না। তাঁদের দাবি, সরকারি টাকায় কাজ হলে তার গুণমান নিয়েও কঠোর নজরদারি থাকা উচিত। অন্যদিকে ঠিকাদার সংস্থার দাবি, সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনেই কাজ চলছে। তবে এত বড় অঙ্কের প্রকল্পে যদি শুরুতেই গলদ ধরা পড়ে, তাহলে তদারকির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্যা মেটাবে কিনা, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে মর্মান্তিক মৃত্যু, জয়পুরে পথ অবরোধে উত্তাল এলাকা

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরা হল না ১৮ বছরের জুয়েল শেখের। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনি। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বাঁকুড়ার জয়পুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্রমপুর গ্রাম থেকে জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আসছিলেন জুয়েল। প্রসাদপুর স্কুল সংলগ্ন চৌমাথা মোড়ে একটি ইঞ্জিন ভ্যানে করে বিদ্যুতের খুঁটি নিয়ে যাওয়ার সময় বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার তীব্রতায় গুরুতর জখম হন তিনি। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরেই জয়পুর হাসপাতালের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে সেই উত্তেজনার আঁচ পড়ে জয়পুর-আরামবাগ

দু-নম্বর রাজ্য সড়কে। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জয়পুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকেরা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষার দিন এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বেলদার ‘ছায়া মহল’ঃ বড় পর্দার হারানো জৌলুসের নিঃশব্দ স্মৃতিস্তম্ভ

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সময়ের পরিবর্তনে বদলে গেছে বিনোদনের ধরন। একসময় সিনেমা দেখা ছিল উৎসবের মতো এক সামাজিক অভিজ্ঞতা। পরিবার-পরিজন, বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে বড় পর্দায় ছবি দেখার আনন্দই ছিল আলাদা।

সাদা-কালো সিনেমার যুগে হলের সামনে লম্বা লাইন, টিকিট কাউন্টারে ভিড়, এমনকি ‘ব্ল্যাক টিকিট’-এর চল; সব মিলিয়ে ছিল অন্যরকম উত্তেজনা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদায় অবস্থিত ছায়া মহল একসময় এই অঞ্চলের সিনেমাপ্রেমীদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বাংলা, হিন্দি এমনকি উড়িয়া ছবিও এখানে দেখানো হতো। দূর-দূরান্তের মানুষ পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে সিনেমা দেখতে আসতেন। মাত্র ১০ বা ১৫ পয়সার টিকিটে সিনেমা দেখার সেই দিনগুলি আজ যেন গল্পের মতো শোনায়। প্রজেকশন মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দ, রিল বদলের ক্ষণিক বিরতি; সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হতো এক অনন্য আবহ। কিন্তু কালের নিয়মে সেই জৌলুস আজ অনেকটাই ম্লান। একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছে শহর ও মফস্বলের একক-স্ক্রিন সিনেমা হল। ব্যালকনি থেকে নিচতলা; সর্বত্র এখন ধুলো জমেছে, ভেঙে পড়েছে আসন। অন্ধকার কোণে বাসা বেঁধেছে বাদুড়। যে প্রজেকশন মেশিন একসময় আলো ছড়াত, তা আজ নিশ্চুপ স্মৃতির ভার বয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সিনেমা মানেই মোবাইল স্ক্রিন বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। ঘরে বসেই বিনোদন মিলছে সহজে। আধুনিক মাল্টিপ্লেক্স সংস্কৃতির ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে এমন বহু পুরনো হলের অস্তিত্ব। তবুও ‘ছায়া মহল’-এর পুরনো ইমারত আজও দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সাক্ষী হয়ে। সময় বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু স্মৃতির পর্দায় বড় পর্দার সেই রোমাঞ্চ আজও অমলিন। পুরনো দিন ফিরবে না, তবু বেলদার মানুষদের হৃদয়ে ‘ছায়া মহল’ আজও আলো জ্বেলে রাখে।

সীমান্তে পুলিশের কড়া নজর, বেআইনি বালি পাচারে দুই ট্রাক্টর আটক গ্রেফতার দুই

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনি বালি পাচার রুখ তে বিশেষ নজরদারি চালিয়ে বড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ভিনরাজ্য ঝাড়খন্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার সময় বালি বোঝাই দুটি ট্রাক্টর আটক করা হয়েছে।

ঘটনায় দুই চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামবনি ব্লকের চিল্কিগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হিজলি এলাকায় নাকা তল্লাশি চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে আসা দুটি ট্রাক্টরকে আটক করা হয়। তল্লাশি করে দেখা যায়, ট্রাক্টর দুটিতে বালি বোঝাই রয়েছে। কিন্তু বালি উত্তোলন ও পরিবহনের কোনও বৈধ অনুমতিপত্র দেখাতে পারেননি চালকেরা। এরপরই ট্রাক্টর দুটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং দুই চালক; আদিত্য নায়েক ও রুপেন বেহারা, কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বাড়ি ঝাড়খন্ডের বহড়াগোড়া থানার মধুয়াবেড়া গ্রামে বলে জানা গেছে। শনিবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত-এ পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে আর কোনওভাবেই বেআইনি বালি পাচার না হয়, সে জন্য নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। প্রয়োজনে নিয়মিত নাকা তল্লাশি ও বিশেষ অভিযান চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের বর্ধিত সভায় একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, জোর ভোটের প্রস্তুতিতে

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ আসন্ন নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করতে জোর দিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে জেলা সভাপতি দেবাশীষ ঘোষ,এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল বর্ধিত সভা। সভায় জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে, জেলার ১৫টি বিধানসভা আসনেই দলীয় প্রার্থীরা হাত প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানানো হয়। নেতৃত্বের বক্তব্য, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছনোই এখন প্রধান লক্ষ্য। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অবিলম্বে এলাকায় দলীয় প্রচার শুরু করতে হবে। পাশাপাশি দ্রুত জেলা নির্বাচনী কমিটি ও ব্লক স্তরের নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হবে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে জেলা স্তরে বৃহৎ জমায়েতের মাধ্যমে কর্মীসভা আয়োজনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এর

মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করাই মূল উদ্দেশ্য। এদিনের সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করতে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত দুই কার্যকরী সভাপতি অনিল শিকারিয়া ও অরূপ মুখার্জি,কে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভা শেষে নেতৃত্বের বক্তব্য, সংগঠিত শক্তিই আগামী নির্বাচনে সাফল্যের চাবিকাঠি।

ভোরের অন্ধকারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, পাঁশকুড়ায় প্রাণ গেল টোটো চালকের

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ভোরের আলো ফোটার আগেই মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক টোটো চালক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত সিদ্ধা এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে শুক্রবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতাগামী একটি বেসরকারি গাড়ি সামনে চলতে থাকা একটি টোটোর পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে।

ধাক্কার তীব্রতায় টোটোটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টোটো চালক শেখ শাহাদাতের। তিনি স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গেছে। হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া

নেমে এসেছে। দুর্ঘটনার শব্দে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পাঁশকুড়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। তবে চালককে আটক করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও বিস্তারিত জানায়নি। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি বা অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে প্রকৃত কারণ জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সকাল থেকেই দুর্ঘটনাস্থলে কৌতূহলী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক।

স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।

ত্রিপলের নিচে দিনযাপন, সরকারি সুবিধা না পেয়ে অসহায় বনপুরার প্রতিবন্ধী সনাতন

শংকর বারিক,নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ চারদিকে উন্নয়নের জোয়ার;রাস্তা, আলো, বাড়ি, নানা প্রকল্পের প্রচার। কিন্তু সেই উন্নয়নের আলো আজও পৌঁছয়নি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বনপুরা গ্রামের এক প্রান্তে। সেখানে ত্রিপলের নিচে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন প্রতিবন্ধী সনাতন দাস। মাটির দেওয়াল আর খড়ের চাল দিয়ে কয়েক বছর আগে নিজের হাতে একটি ছোট কাঁচা ঘর তৈরি করেছিলেন সনাতন। উপরে টাঙানো ছেঁড়া ত্রিপলই এখন তার একমাত্র ভরসা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরটি ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি নামলেই চুইয়ে পড়ে জল, ভিজে যায় বিছানা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তখন বাধ্য হয়ে পাশের ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। সনাতনের স্ত্রী-সন্তান নেই। সংসারের একমাত্র ভরসা ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী। মূলত ভিক্ষার টাকাতেই চলে তার দিনযাপন। দু'বেলা খাবার জোটানোই যেখানে কঠিন, সেখানে পাকা বাড়ি তার কাছে প্রায় স্বপ্নের মতো। পরিবারের দাবি, বহুবার সরকারি আবাসনের জন্য আবেদন করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ঘর মেলেনি। এমনকি প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত সহায়ক সাইকেলও পাননি তিনি। স্থানীয়দের বক্তব্য, উন্নয়নের কথা যতই বলা হোক, সনাতনের মতো মানুষ এখ নও বঞ্চিত।

কুশমুড়ি হাইস্কুল বিতর্কে নতুন আগুন, ফেসবুক লাইভে বিজেপি নেতার মন্তব্য ঘিরে উত্তাল ইন্দাস

সুচিন্ত্য গোস্বামী, নয়া জামানা , ইন্দাস ঃ ইন্দাসের কুশমুড়ি হাইস্কুলকে ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। ক্লাসরুমে ঢুকে শিক্ষকের সঙ্গে বিধায়কের বচসার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফেসবুক লাইভে বিজেপি মণ্ডল সভাপতির মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। প্রতিবাদে আবারও রাস্তায় নামল তৃণমূল। গত মঙ্গলবার ইন্দাসের কুশমুড়ি হাইস্কুলে আচমকা হাজির হন ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধাড়া। অভিযোগ, শিক্ষকের অনুমতি ছাড়াই তিনি একটি ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েন এবং স্কুলের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন

তুলে পড়ুয়াদের সামনেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে তর্কে জড়ান। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন ইন্দাস-সহ বিভিন্ন জায়গায় মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে। এরই মধ্যে ফেসবুক লাইভে ইন্দাসের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী মন্তব্য করেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূল ক্ষমতায় না থাকলে ওই শিক্ষককে বিজেপি বিধায়কের পায়ের তলায় আসতে হবে। এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে। বিজেপি নেতার দাবি, বিধায়ক তাঁর আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেভাবে রাজনৈতিক আক্রমণ চলছে, তার প্রেক্ষিতেই তিনি ওই মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের পাল্টা দাবি, এই মন্তব্য শিক্ষকদের অসম্মান করারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আকুই বাজারে তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। কুশমুড়ি হাইস্কুল ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজা যে এখনও থামেনি, তা স্পষ্ট।

সবংয়ে সাড়ে পাঁচ কোটির আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স, পাকা ১১৯ ব্যবসায়ীর স্থায়ী ঠিকানা

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের তেমাথানি বাজারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে উঠতে চলেছে চারতলা বিশিষ্ট আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স। প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজ বিপণন পর্ষদ। সোমবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং সেচমন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া। এর আগে মেদিনীপুর শহর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো নির্মাণকাজের প্রথম পর্যায়। চারতলা এই কমপ্লেক্সে মোট ১১৯টি স্টল থাকবে। ফলে অন্তত ১১৯ জন ব্যবসায়ী স্থায়ী দোকানঘর পাওয়ার

সুযোগ পাবেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে একটি সুসংগঠিত বাজার পরিকাঠামোর দাবি ছিল। এই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে এবং এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী সকলে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ এই মার্কেট কমপ্লেক্স ক্রেতা ও বিক্রেতা; উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করবে। সবংয়ের তেমাথানি বাজারকে নতুন রূপে গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 14

ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক ক্যারাটে মঞ্চে সুন্দরবনের ডাক, ক্যানিংয়ে জমজমাট বাছাই পর্ব

গোপাল শীল ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আসন্ন মে মাসে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েরা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আগেও সাফল্যের ছাপ রেখেছে সুন্দরবনের ক্যারাটে শিক্ষার্থীরা। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখ তেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্পোর্টস ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্যানিংয়ে আয়োজন করা হয় বাছাই পর্ব। বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং ও বারুইপুর-সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে বহু প্রতিযোগী এই বাছাই পর্বে অংশ নেয়।

বাছাই শুরুর আগে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যানিং ফ্রেন্ডস ক্লাব পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। কয়েকশো ক্যারাটে শিক্ষার্থী সাদা পোশাকে অংশ নিয়ে এলাকাজুড়ে ক্রীড়া চেতনার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের উৎসাহিত করেন। উল্লেখ যোগ্যভাবে, এই বাছাই পর্ব থেকে মোট ৪৫ জন প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আয়োজকদের মতে, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে গ্রামের ছেলেমেয়েরাও বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করতে পারে;এই বিশ্বাস থেকেই এমন আয়োজন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শিহান রাজু বিশ্বাস ও সম্পাদক শিহান সনাতন হালদারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা নির্বাচিত প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা জানান এবং কঠোর অনুশীলনের পরামর্শ দেন। এই উদ্যোগে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে বাসন্তী, গোসাবা ও বারুইপুর এলাকার ক্যারাটে অনুরাগীদের মধ্যে। স্থানীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সুন্দরবনের প্রতিনিধিরা সাফল্যের নতুন ইতিহাস গড়বে।

ঘুঁটিয়ারী শরীফে পুলিশের বড় সাফল্য, হেরোইনসহ গ্রেপ্তার ২ যুবক

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশের হাতে আবারও বড় সাফল্য এল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৫৪.৪৯ গ্রাম হেরোইনসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকায় মাদক লেনদেনের বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য পায় পুলিশ। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে হালদার পাড়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। সেই সময় একটি স্কুটি নিয়ে দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পুলিশ তাদের আটক করে এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালায়। ধৃতদের নাম জালাল সাকির সর্দার ওরফে রনি এবং এপটেকার আহমেদ লস্কর। তাঁদের বাড়ি জীবনতলা ও ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকায়। তল্লাশির সময় স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া ৫৪.৪৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়। পাশাপাশি দুটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি তাঁরা। এই ঘটনায় জীবনতলা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতদের বারুইপুর আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

দলীয় পতাকা টানানোকে কেন্দ্র করে মিনাখায় রক্তাক্ত সংঘর্ষ, গ্রেফতার ১

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত বাবুরহাট এলাকায় গতকাল আইএসএফ ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দলীয় পতাকা টানানোকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বচসা মুহূর্তের মধ্যেই মারধোরে পরিণত হয়। অভিযোগ, দুই পক্ষই লাঠি-সোটা নিয়ে একে অপরের উপর চড়াও হয়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষ মিলিয়ে মোট সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে এবং তিনি এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার পর উভয় পক্ষ মিনাখাঁ থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাজ্জাক গাজী নামে এক আইএসএফ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। এলাকায় নতুন করে যাতে অশান্তি না ছড়ায়, তার জন্য পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গ্রামে এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মোবাইলের যুগেও হার মানেনি যাত্রা, সুন্দরবনে ‘দুর্যোধনের বিচার চাই’ যাত্রাপালা নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মোবাইল ও টিভির দাপটে যখন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা হারিয়ে যেতে বসেছে, ঠিক তখনই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রাকে বাঁচিয়ে রাখ তে নেওয়া হল এক অভিনব উদ্যোগ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঞ্চস্থ হল তাপস কুমার রচিত জনপ্রিয় যাত্রাপালা ‘দুর্যোধনের বিচার চাই’। এদিন যাত্রার সূচনায় দলের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই যাত্রাপালা উপভোগ করতে দূরদূরান্ত থেকে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। আয়োজকদের বক্তব্য, সুন্দরবনের জনজীবনের বাস্তব চিত্র ও সামাজিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ আয়োজন। দুলদুলির বাসিন্দা ও যাত্রা সংস্থার কর্ণধার মাস্টার সন্তোষ কুমার মণ্ডল দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে এই যাত্রা ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। তিনি বলেন, লোকসংস্কৃতি ও যাত্রা আজ বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্ম যদি এগিয়ে না আসে, তবে এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। তাই বংশ পরম্পরায় পরিবার-পরিজনদের নিয়ে তিনি যাত্রাকে টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মাস্টার সন্তোষ কুমার মণ্ডল আরও জানান, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন যাত্রার আলো জ্বালিয়ে রাখব। দর্শকরাও তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, আগামী দিনেও সুন্দরবনের মাটিতে এমন সামাজিক ও শিক্ষামূলক যাত্রাপালা আরও বেশি করে মঞ্চস্থ হবে।

মাদকবিরোধী বার্তায় পথে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ, ছাত্রদের নিয়ে সচেতনতার র‍্যালি

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সমাজ থেকে মাদকাসক্তির প্রবণতা দূর করতে অভিনব উদ্যোগ নিল ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। থানা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক সচেতনতামূলক র‍্যালি, যেখ ানে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সরব হলেন পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকসহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও স্লোগান তুলে তারা সাধারণ মানুষের কাছে মাদকবিরোধী বার্তা পৌঁছে দেয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজের একাংশের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বড় হুমকি। তাই শুধুমাত্র আইনি পদক্ষেপ নয়, সচেতনতা গড়ে তোলাও সমানভাবে জরুরি। এই র‍্যালির মাধ্যমে এলাকাবাসীর কাছে সুস্থ জীবনযাপন ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে জানায়, আগামী দিনেও এমন সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে। স্থানীয় মানুষও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং মাদকমুক্ত ডায়মন্ড হারবার গড়ার প্রত্যয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

হিঙ্গলগঞ্জে নাবালিকা নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাড়ালখালি এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। ধৃতের নাম বিজন মণ্ডল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, গতকাল চাড়ালখালি এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে ডেকে পাশের একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়।

সেখানে জোরপূর্বক তার উপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই নাবালিকা কান্নায় ভেঙে পড়ে বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের পুরো ঘটনার কথা জানায়। ঘটনার পর থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। একই সঙ্গে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টের পর অভিযুক্ত বিজন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে এবং পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকায় যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তার জন্য পুলিশ নজরদারি বাড়িয়েছে।

অনুদান বিতরণে প্রশ্ন, ইনকাম ট্যাক্সে যাওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ মথুরাপুরে বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে।

সম্প্রতি মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের উদ্যোগে রায়দিঘি বিধানসভার ৫১টি ক্লাবকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা ও ফুটবল বিতরণ করা হয়।

সাংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। তবে ভোটের মুখে এতগুলি ক্লাবকে একসঙ্গে আর্থিক সহায়তা দেওয়াকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। সোমবার বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প’ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি এই অনুদান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান, কোন সংস্থা এই অর্থ দিয়েছে, সেই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন নম্বর কী এবং টাকার প্রকৃত উৎস কোথায়। তাঁর বক্তব্য, আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ না করা হলে বিষয়টি ইনকাম ট্যাক্স দফতরে জানানো হবে। শুভেন্দুর অভিযোগ, ভোটের আগে ক্লাবগুলিকে অর্থ দিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তজনগণের টাকায় বা অজ্ঞাত উৎসের অর্থে অনুদান দেওয়া হলে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি।দ সব কিছু নিয়ম মেনে হলে তথ্য প্রকাশে আপত্তি থাকার কথা নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সভা থেকে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বেকারত্ব ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন। নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়েও তিনি শাসকদলের সমালোচনার জবাব দেন। এদিন প্রয়াত নেতা মুকুল রায়-এর মৃত্যুদিনে তাঁকে স্মরণ করেন শুভেন্দু।

তাঁর কথায়, কঠিন সময়ে মুকুল রায় দলের পাশে ছিলেন এবং তাঁর সাংগঠনিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মথুরাপুরে রাজনৈতিক লড়াই যে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা এই সভা থেকেই স্পষ্ট।

ক্যানিংয়ে নেমে এলো শোকের ছায়া হৃদরোগে প্রয়াত বিশিষ্ট ফুটবল কোচ শংকর ধর

নয়া জামানা,ক্যানিং ঃ ক্যানিংয়ের চাঁদমুনি দাস ফুটবল একাডেমির প্রধান কোচ তথা কলকাতার পাটুলির পরিচিত ফুটবল প্রশিক্ষক শংকর ধরের আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ক্যানিং মহকুমা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সুন্দরবনের ছেলেমেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দিয়ে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় গড়ে তুলেছিলেন। উল্লেখ্য, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ফুটবল কোচিং সেন্টারের প্রথম থেকেই প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন শংকর ধর। তাঁর দক্ষ প্রশিক্ষণে একের পর এক ফুটবলার উঠে এসেছে জেলার বিভিন্ন স্তরে। শুধু ক্যানিং নয়, কলকাতার একাধিক নামী ক্লাবেও তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং সেখানেও তাঁর সুনাম ছিল ব্যাপক। কয়েকদিন আগে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সোমবার ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমবার দুপুরে তাঁর মরদেহ ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে আনা হলে সেখানে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিধায়ক পরেশ রাম দাসসহ শত শত শিক্ষানবীশ ফুটবলার পুষ্পস্তবক অর্পণ করে প্রিয় কোচকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রয়াত কোচ শংকর ধর স্ত্রী ও দুই কন্যাকে রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে ক্যানিং মহকুমা জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ফুটবল মহলেও অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করছেন অনেকে।

প্রার্থী ঘোষণার আগেই মহেশতলায় জোর স্লোগান, গোপাল সাহাকে চাই বিধায়ক হিসেবে

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মহেশতলার রাজনৈতিক পরিবেশ। মহেশতলা বিধানসভার অন্তর্গত ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৮৮, ১৮৯ ও ১৮০ নম্বর বুথ এলাকায় শুরু হয়েছে জোরকদমে দেয়াল লিখন কর্মসূচি। আর সেই দেয়াল জুড়েই উঠছে একটাই দাবি;গোপাল সাহাকে প্রার্থী করা হোক।

এলাকাজুড়ে সকাল থেকেই দেখা যায় রং-তুলি হাতে কর্মী-সমর্থকদের ব্যস্ততা। তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা দেয়ালে লিখছেন স্লোগান; এবার বিধায়ক হিসেবে গোপাল সাহা চাই। উচ্ছ্বসিত মহিলা ও পুরুষ সমর্থকদের উপস্থিতিতে এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে। বর্তমানে এলাকার বিধায়ক দুলাল চন্দ্র সাহা। অন্যদিকে গোপাল সাহা মহেশতলা পৌরসভার কাউন্সিলর হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। স্থানীয়দের একাংশের মতে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্যই তিনি এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। যদিও দলীয়ভাবে এখনও প্রার্থী ঘোষণা হয়নি, তবুও সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা মিলছে। দেয়াল লিখন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। বিরোধীরাও বিষয়টি নিয়ে নজর রাখছে। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই এই দাবিকে ঘিরে মহেশতলার রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখ ন দেখার।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 15

হরেকরকম

নয়া জামানা

১৮ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

আমার উমা ! শ্যামপ্তিকে ঘিরে
স্বামী রণজয়ের আবেগঘন পোস্ট

নয়া জামানা ঃ অভিনয় জগতে পদার্পণ করার পরেই অভিনেতা রনজয় এর নাম জড়ায় একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে। সবচেয়ে বেশি লাইমলাইটে তিনি আসেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক নিয়ে। সোহিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে তার জীবনে আসেন তার অনস্ক্রিন বৌ গুড্ডি অর্থাৎ শ্যামপ্তি। তার এই সম্পর্কটাও ছিল যথেষ্ট সমালোচিত। তবে সব কটাক্ষ পেরিয়ে অবশেষে ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসার দিনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং তার পরবর্তী অনুষ্ঠান কাটিয়ে অভিনেত্রী শ্যামপ্তি মুদলি স্বামী রণজয় বিষ্ণুর পরিবারে গৃহপ্রবেশ করলেন। লাল পেড়ে সাদা শাড়ি,মাথা ভর্তি সিঁদুর, আলতা পায়ের ছাপ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

আপনজনদের উপস্থিতি - সবকিছুই তৈরি করেছিল একটি সান্নিধ্য পরিবেশ। অভিনেতা রনজয় এই আবেগঘন মুহূর্তকে ভাগ করে নিয়েছেন তার ভক্তদের সাথে। নববিবাহিত স্ত্রীকে কে তিনি সম্বোধন করেছেন 'উমা' বলে। তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন আমার উমা! রনজয় নতুন বউকে উমা বলে ডাকেন এবং আগামী জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও আইবুড়ো ভাত থেকে শুরু করে বিয়ে এবং গায়ে হলুদ সব মুহূর্ত গুলোই ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। পোস্ট করেছেন একাধিক ছবি। এই ছবি পোস্ট এর পাশাপাশি মজার ছলে রনজয় জানিয়েছেন, আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা এতটাই যে সেটাকে একটি জেলা হিসেবে ঘোষণা করা যায়।

মাছের ঝোলে বদল ?
জেনে নিন মা-ঠাকুমাদের বিখ্যাত ও চটজলদি মাছের রেসিপি

নয়া জামানা ঃ একঘেয়ে আদা-জিড়ে বাটা দিয়ে মাছের ঝোল আর ভালো লাগছে না? খাবার পাতে চাইছেন একটু ভিন্ন স্বাদ? তবে জেনে নিন মা ঠাকুমাদের আমলের একটি ঐতিহ্যবাহী মাছের রেসিপি। কায়দায় বদল এনে রেধে ফেলুন কাসন পোড়া মাছ। কাসন পোড়া মাছের ঝোল হল পূর্ববঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু ও পাতলা ঝোলের রেসিপি যা মূলত সর্ষে (কাসন) ও ভাজা মসলার মিশ্রণে তৈরি হয়। রুই,কাতলা যে কোন মাছের সাথে একটু সর্ষে পোস্ত বাটা এবং দু তিনটে কাঁচা লঙ্কার যোগে হালকা তেলে এই মাছ রান্না করে নিন। গরম ভাতে লাগবে একেবারে অতুলনীয়। চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক এই লোভনীয় পদটি রান্নার উপায়। প্রথমেই মাছ ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখুন ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মতো। এরপর একটি মসলা তৈরি করতে হবে। একটা বাটিতে রান্নার পরিমাণ মতো সর্ষে পোস্ত বাটা, নুন, হলুদ ও কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে মিশিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে

মাছগুলোকে ভেজে তুলে নিন। মাছ ভাজা তেলের মধ্যে ফোড়নে দিন কালোজিরে এবং এক থেকে দুটো কাঁচা লঙ্কা। এরপর তৈরি করা মিশ্রণটি তেলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। যখন দেখবেন মসলা থেকে তেল ছেড়ে আসছে যোগ করুন গরম জল। জল ফুটে উঠলে যোগ করুন নুন(পরিমাণ মতো) এবং মাছগুলো ছেড়ে দিন। নামানোর আগে অল্প সর্ষের তেল এবং শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নেওয়া সর্ষে গুড়ো (ঐচ্ছিক) ছড়িয়ে দিন। মাছের এই পদটির ঝোল খুব পাতলা হয়। গরমের দিনে একটি অত্যন্ত উপকারী একটি খাবার।

নজরে INSTA

শিল্পা

পূজা

মাধুরী

রেখা

রস্মিকা

স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য শীর্ষ শাকসবজি

নয়া জামানা ঃ শরীরে পুষ্টিগুণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অনেক সবুজ শাকসবজি রয়েছে যা খাওয়া যেতে পারে। পালং শাক, ব্রকলি গাজর,মিষ্টি কুমড়ো, মিষ্টি আলু,ফুলকপি হল এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। দেহের পুষ্টিগুণ বাড়াতে যে সকল শাকসবজিগুলি খাওয়া উচিত তা হলো

১.পালং শাক পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম, এবং ভিটামিন এ রয়েছে।

২. মেথি শাক মেথি শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম, এবং ভিটামিন এ রয়েছে।

৩. সরিষা শাক সরিষা শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে।

৪. কলমি শাক কলমি শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং আয়রন রয়েছে।

৫. লুটে শাক লুটে শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে।

৬. ধনে শাক ধনে শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং আয়রন রয়েছে।

৭. পুদিনা শাক পুদিনা শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে।

৮. কাটা নটে শাক কাটা নটে শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং আয়রন রয়েছে।

৯. বাথুয়া শাক বাথুয়া শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে।

১০. চিচিঙ্গা শাক চিচিঙ্গা শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, এবং আয়রন রয়েছে।

এই সবুজ শাকসবজিগুলো খেলে শরীরে পুষ্টিগুণ বাড়ে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়াও ফাইবার আপনার শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। যেহেতু আমরা উদ্ভিদ থেকে ফাইবার পাই তাই সবুজ শাকসবজি খাওয়া ফাইবার গ্রহণ করার একটি নিশ্চিত উপায়। আপনার অন্ত্র, হৃদপিণ্ড, রক্ত শর্করার পরিমাণ ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ফাইবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে ফাইবার সমৃদ্ধ কিছু শাকসবজি শরীরে প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। উচ্চ ফাইবার যুক্ত কিছু সবজি যা আপনার খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত তা হলো ব্রকলি, ফুলকপি, পাতাযুক্ত সবুজ শাক, গাজর,মিষ্টি আলু,টমেটো, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

রমজান মাসজুড়ে সেহরি তৈরি নিয়ে চিন্তিত? বুঝে পাচ্ছেন না কি বানাবেন? দেখে নিন কিছু খাবার আইডিয়া

সেহেরিতে চটজলদি তৈরি হয়ে যায় এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি যোগায় এমন কয়েকটি খাবার হল ওটস,আটার রুটি, দুধ, ডিম, টক দই ইত্যাদি। রোজা চলাকালীন প্রতিদিনের খাবার তালিকায় কি কি আইটেম বানাবেন তা নিয়ে চিন্তিত?

নয়া জামানা ঃ সেহেরিতে চটজলদি তৈরি হয়ে যায় এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি যোগায় এমন কয়েকটি খাবার হল ওটস,আটার রুটি, দুধ, ডিম, টক দই ইত্যাদি। রোজা চলাকালীন প্রতিদিনের খাবার তালিকায় কি কি আইটেম বানাবেন তা নিয়ে চিন্তিত? সেহেরির জন্য চটজলদি ও সুস্বাদু খাবারের কিছু আইডিয়া দেখে নিন

. পরোটা এবং সবজি পরোটা তৈরি করে সবজি দিয়ে পরিবেশন করুন।

২. পাউরুটি এবং ডিম ভাজা পাউরুটি তৈরি করে ডিম ভাজা দিয়ে পরিবেশন করুন।

৩. ফ্রুট সালাদ ফ্রুট সালাদ তৈরি করে পরিবেশন করুন।

৪. স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচ তৈরি করে পরিবেশন করুন।

৫. আলুর পরোটা আলুর পরোটা তৈরি করে পরিবেশন করুন।

৬. ডাল পুরি ডাল পুরি তৈরি করে পরিবেশন করুন।

৭. চানা মাশলা চানা মাশলা তৈরি করে পরিবেশন করুন।

৮. ভেজিটেবল রোল ভেজিটেবল রোল তৈরি করে পরিবেশন করুন।

৯. ইডলি এবং সাম্বার ইডলি তৈরি করে সাম্বার দিয়ে পরিবেশন করুন।

১০. পোহা পোহা তৈরি করে পরিবেশন করুন।

এছাড়াও, আপনি চাইলে সেহেরির জন্য কিছু প্রস্তুত খাবারও তৈরি করে রাখতে পারেন, যেমন ফ্রুট সালাদ, স্যান্ডউইচ, আলুর পরোটা, ডাল পুরি,চানা মশলা।এই খাবারগুলি তৈরি করা খুব সহজ এবং সুস্বাদু। এছাড়াও রোজার সময় অত্যাধিক তেল যুক্ত ও মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। বেশি পরিমাণে জল ও ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করুন যাতে সারাদিন শরীর সতেজ থাকে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 16

ইরানে কবে হামলা আমেরিকার ?

দিনক্ষণ প্রকাশ্যে এনে বিস্ফোরক প্রাক্তন সিআইএ কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানে হামলা চালাতে ১০ দিনের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে দাবি করা হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের আগেই ইরানে ভয়ংকর হামলা চালাতে পারে আমেরিকা। সম্প্রতি এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক জন কিরিয়াকৌ। এক পডকাস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর দাবি, হামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারিতেই হতে চলেছে হামলা।প্রাক্তন ওই আধিকারিকের দাবি অনুযায়ী, প্রশাসনিক ভাবে ইরানকে যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে তার অনেক আগেই এই হামলা চালাতে পারে আমেরিকা। জনের দাবি অনুযায়ী, তাঁর এক বন্ধু গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিক। তিনি হোয়াইট হাউসে নিজের এক বন্ধুর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। সেখান থেকেই তাঁকে জানানো হয়েছে, সোম বা মঙ্গলবারেই ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আমেরিকার শর্ত হল, ব্যালেস্টিক মিসাইল তৈরি করতে পারবে না ইরান, বন্ধ করতে হবে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পাশাপাশি হেজবোল্লা, হাউথির মতো সংগঠনগুলিকে সমর্থন জোগানো বন্ধ করতে হবে ইরানকে। শর্ত না মানলে ১০ দিনের মধ্যে হামলা হবে তেহরানে।

উল্লেখ্য, চুক্তি সই করানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে ইরানের উপর চাপ দিয়ে আসছে আমেরিকা। এই চুক্তিতে আমেরিকার শর্ত হল, ব্যালেস্টিক মিসাইল তৈরি করতে পারবে না ইরান, বন্ধ করতে হবে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পাশাপাশি হেজবোল্লা, হাউথির মতো সংগঠনগুলিকে সমর্থন জোগানো বন্ধ করতে হবে ইরানকে। শর্ত না মানলে ১০ দিনের মধ্যে হামলা হবে তেহরানে।

তবে জনের দাবি, এই ধরনের সময়সীমা দেওয়া আসলে একধরনের রণকৌশল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ১০ দিন কিংবা দুই সপ্তাহের সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে। অথচ হামলা হচ্ছে ২ দিনের ভিতর।এদিকে গত শুক্রবারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্কবার্তা দিয়ে জানান, যে কোনও দিন ইরানে সীমিত হামলা চালানো হতে পারে। আলোচনার মাঝেই এই ধরনের সামরিক পদক্ষেপ হতে পারে কি না জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, 'সবটাই বিবেচনা সাপেক্ষ।' অন্যদিকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে জানান, আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে একটি খসড়া চুক্তি তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে যা পরে ওয়াশিংটনে পাঠানো হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনাও শুরু হতে পারে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তবে সে সবের মাঝেই এবার সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য।

ইরানে হামলা চালাতে ১০ দিনের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে দাবি করা হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের আগেই ইরানে ভয়ংকর হামলা চালাতে পারে আমেরিকা। সম্প্রতি এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক জন কিরিয়াকৌ। এক পডকাস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর দাবি, হামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারিতেই হতে চলেছে হামলা।প্রাক্তন ওই আধিকারিকের দাবি অনুযায়ী, প্রশাসনিক ভাবে ইরানকে যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে তার অনেক আগেই এই হামলা চালাতে পারে আমেরিকা।

'ভারতবন্ধু' হতে মরিয়া কানাডা !

বৈশ্বিক বাণিজ্য অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিল্লিতে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী কারনি

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারতে আসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি। জানা যাচ্ছে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পা রাখ বেন দিল্লিতে। বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও। ভারতের পর অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান সফরেও যাবেন কারনি। সূত্রের খবর, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদার করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই সফর। ট্রাম্পের 'শুল্কবাণে'র জেরে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা যে কিছুটা টলে গিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তা-ই নয়, একপ্রকার অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি চিন সফরে গিয়েছিলেন কারনি। ওয়াশিংটনের উপর নির্ভরতা কমাতে চিনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করতেও তিনি সম্মত হয়েছেন। এবার চিনের পাশাপাশি ভারতকেও কাছে টানতে মরিয়া কানাডার প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের

খবর, মোদির সঙ্গে কারনির যে বৈঠক হবে, সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বাণিজ্য, শক্তি, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করার উপরও আলোকপাত করা হবে। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমলে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। ট্রুডোর ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের প্রমাণ বারাবার মিলেছিল। কিন্তু ট্রুডোর উত্তরসূরি কারনি সেই পথে হাঁটতে নারাজ। নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে উদ্যোগী তিনি। এই আবহে তাঁর ভারত সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

জোর করে' ভারতের থেকে শুল্ক আদায়

এবার 'পাপের রোজগার' ফেরাবেন ট্রাম্প !

কার্যত জোর খাটিয়ে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জরুরি অবস্থা জারি করে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসাবে-রীতিমতো ছলনা শুরু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই শুল্কনীতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। শুল্ক প্রত্যাহারও করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারত থেকে যে বিপুল পরিমাণ শুল্ক আদায় হয়েছে, সেটা কি ফেরত দেবে আমেরিকা? ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল এমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট বা আইইইপিএ-র আওতায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক বসিয়েছিলেন ট্রাম্প। প্রথমে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপান। সেই শুল্কহার কার্যকর হতে না হতেই আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপান রুশ তেল কেনার 'শাস্তি' হিসাবে। ভারতের অর্থনীতিতে বেশ ধাক্কা লাগে জোড়া শুল্কবাণের জেরে। আমেরিকায় পণ্য রপ্তানির পরিমাণ অনেকখানি কমে যায়। ব্যবসার জন্য অন্যান্য দেশে বাজার বাড়াতে উদ্যোগ নেয় ভারত। শেষ পর্যন্ত সেই বিরাট শুল্কহারকে বেআইনি ঘোষণা করেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। তারপর শুল্ক দপ্তরের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই কর সংগ্রহ বন্ধ করা হবে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা শুল্কের অর্থ কি ফিরিয়ে দেবে ট্রাম্প প্রশাসন? সেই প্রশ্নের জবাবে মুখ খুলেছেন আমেরিকার বাণিজ্য কর্তা জেমিসন গ্রির। তিনি জানান, তকী করতে হবে সেটা আদালতের সিদ্ধান্ত। শুল্ক নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে আদালতের রায়ের ফলেই। তাই অর্থ ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

জেমিসন জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট বা নিম্ন আদালত শুল্ক নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাকেই মান্যতা দেওয়া হবে। অর্থাৎ আদালত যদি নির্দেশ দেয় তাহলে ভারতের থেকে আদায় করা অর্থ ফিরিয়ে দেবে ট্রাম্প প্রশাসন। তবে রায়দানের পর ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ স্থির করা, কীভাবে অর্থ ফেরানো হবে তা নির্ধারণ করা-এসবে বিরাট সময় লাগবে বলেই মনে করছে মার্কিন প্রশাসন। কারণ শুল্কের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আপাতত ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও পরিকল্পনা নেই। নিম্ন আদালত যদি শুল্কের অর্থ ফেরাতে নির্দেশ দেয় সেটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করবে ট্রাম্প প্রশাসন। ফলে ভারতের থেকে আদায় করা বেআইনি শুল্ক কবে ফেরানো হবে, উত্তর অজানা।

'ইসলামের ধারক-বাহক' হয়েও রমজানে পড়শি দেশের মসজিদে হামলা !

পাকিস্তানকে তোপ ভারতের

ইসলামের ধারক-বাহক হিসাবে বিশ্বের দরবারে বারবার নিজেকে তুলে ধরতে চেয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সেই পাকিস্তানই রমজান মাসে হামলা চালাচ্ছে পড়শি আফগানিস্তানের উপর! এখানেই শেষ নয়, বেছে বেছে আফগান মসজিদ এবং মাদ্রাসার উপর আছড়ে পড়েছে পাক গোলা। গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব হয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বকে সবসময় সমর্থন করবে নয়াদিল্লি। আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, শনিবার গভীর রাতে সে দেশের নাঙ্গারহার এবং পাকটিকা প্রদেশে বিমান চালিয়েছে পাক সেনা। তাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৯ জনের। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে জখমও হয়েছেন অনেকে। পাকিস্তানের দাবি, আফগান সীমান্তে সক্রিয় থাকা জঙ্গিঘাঁটিগুলি ধ্বংস করতেই এই হামলা। ওই এলাকায় টিটিপি এবং ইসলামিক স্টেটের মদতে বহু জঙ্গিঘাঁটি তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানে নাশকতার ছক কষা হচ্ছে ওই এলাকা থেকে, এমনটাই দাবি ইসলামাবাদের। কিন্তু আফগানিস্তানের আমজনতা দাবি করছেন, জঙ্গিঘাঁটি নয়, আসলে মসজিদ-মাদ্রাসাগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। আবদুল্লা জান, নাসিম গুল, মহম্মদ জুবেরদের মতো স্থানীয় আমজনতার কথায়, তএখানে কোনও সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটি নেই। কোনও সামরিক কার্যকলাপও হয় না। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমাদের আকাশসীমায় ঢুকে হামলা চালিয়েছে। আমাদের বাড়ি,

মসজিদ, মাদ্রাসাগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অন্তত ১০ লক্ষ আফগানির ক্ষতি হয়েছে। সকলে আতঙ্কে কাঁপছে।দ পাক হামলার যোগ্য জবাব দিক আফগানিস্তান, চাইছেন আমজনতা। ইতিমধ্যেই তালিবান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লা মুজাহিদ বলেছেন, ইসলামাবাদ যে ভাবে নিরীহ মহিলা ও শিশুদের খুন করেছে, তার জবাব দেওয়া হবে। সময় মতোই বদলা নেওয়া হবে। এহেন পরিস্থিতিতে কাবুলের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতও। বিদেশমন্ত্রকের মুখ পাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, তরমজান মাসে আফগানিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। মহিলা এবং শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।দ উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে। কঠিন সময়েও 'বন্ধু'র পাশে দাঁড়াল নয়াদিল্লি।

উপার্জনহীন স্ত্রী মানেই অলস নয়, গৃহবধূর শ্রমকে অস্বীকার করা অপরাধ, রায় দিল্লি হাইকোর্টের

গৃহিণীর শ্রম উপার্জনকারী সঙ্গীকে ভালো ভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। উপার্জনহীন স্ত্রী অলস এই ভাবনা মিথ। সোমবার বিচ্ছেদ এবং খোরপোশের একটি মামলায় এই মন্তব্য করল দিল্লি হাই কোর্ট। বিচারপতি স্বর্ণকান্তের পর্যবেক্ষণ, তউপার্জন করার ক্ষমতা ও প্রকৃত উপার্জন, দু'টি পৃথক ধারণা। তা ছাড়া উপার্জনের ক্ষমতার জন্য ভরণপোষণের দাবি অস্বীকার করা যায় না।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১২ সালে বিয়ে হয় যুগলের। স্বামীর দাবি, ২০২০ সালে তাঁকে ও নাবালক ছেলেকে ছেড়ে স্ত্রী চলে যান। এর পর বিচ্ছেদের মামলা হয় নিম্ন আদালতে। ওই মহিলাকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে নিম্ন আদালত। যেহেতু তিনি শিক্ষিতা ও কর্মক্ষম। অলসতা ছেড়ে চাকরি খোঁজারও পরামর্শ দেন বিচারক। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই হাই কোর্টে যান মহিলা। মামলা ওঠে বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চে। শুনানি শেষে আদালতের পর্যবেক্ষণ, একজন স্ত্রীর কর্মহীনতাকে অলসতার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। একজন মহিলা উপার্জন না করলেও পরিবারে তাঁর সামগ্রিক অবদান থাকে, নেপথ্যে থেকে সঙ্গীকে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করার বিষয়গুলি বিচার্য। এর পরই বিচারপতি স্বর্ণকান্ত বলেন, উপার্জনহীন স্ত্রী অলস এই ভাবনা

মিথ। এই সঙ্গে আদালত একজন স্ত্রীর বেতনহীন শ্রমের কথাও উল্লেখ করে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, একটি সংসারে গৃহস্থ যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা, সন্তানদের লালন-পালন করা, পরিবারের ভরণপোষণ করা এবং উপার্জনকারী স্বামীর সুবিধা-অসুবিধা দেখা, এগুলো বেতনহীন শ্রম। যেহেতু এই কাজগুলির কোনও নথি থাকে না, তাই বলে গুরুত্ব কমে না কিংবা অবজ্ঞাও করা যায় না। বিচারপতি স্বর্ণকান্ত বলেন, একজন স্ত্রীর দিনরাত করা পরিশ্রমই একটি পারিবারিকে ধরে রাখে।

১৮ মাস অন্তবর্তী সরকারের প্রধান, পদত্যাগের পর এখন কী করছেন ইউনুস ?

নির্বাচনের পর বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নিয়ম অনুযায়ী পূর্ববর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস পদত্যাগ করেন। দীর্ঘ ১৮ মাস অন্তবর্তী সরকারের প্রধান ছিলেন এই নোবেলজয়ী। ইস্তফা দেওয়ার পর এখন কী করছেন তিনি? জানা গিয়েছে, মীরপুরে 'ইউনুস সেন্টার' নামে তাঁর যে 'নন-প্রফিট' সংস্থাটি রয়েছে, সেখানেই তিনি ফিরে গিয়েছেন। শুরু করেছেন কাজকর্মও। সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে সংস্থাটি একটি পোস্টও করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার পর ইউনুস তাঁর পূর্বের দায়িত্বে ফিরে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে।' ইউনুসকে স্বাগত জানাতে তাঁকে ফুলের তোড়াও উপহার দেন তাঁর সহকর্মীরা। প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা শীঘ্রই তাঁর সরকারি বাসভবন ছেড়ে দেবেন। সূত্রের খ বর, চলতি মাসের শেষ থেকেই তিনি ঢাকার গুলশানে বসবাস করতে শুরুল করবেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ আগস্ট পতন হয় তাঁর সরকারের। এরপর ৮ আগস্ট অন্তবর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার নেন ইউনুস।

তবে ক্ষমতায় এসে ভারত-বিরোধিতার পথেই তিনি হাঁটেন। প্রসঙ্গত, গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। বহু বছর পর বিপুল জনসমর্থনে ক্ষমতায় ফিরেছে বিএনপি। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসেছেন খালেদা পুত্র তারেক রহমান। বিদায়বার্তায় ইউনুস বলেন, তবাংলাদেশে গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকারের যে অনুশীলন শুরু হয়েছে, তা যেন বন্ধ না হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 17

এক সময় ভারতীয় ক্রিকেটের মান বাঁচিয়েছিলেন

কীভাবে বিশ্বকাপের সঙ্গে জুড়ে লতা মঙ্গেশকর ?

ফিরে দেখা যাক চার দশক আগের সেই স্মৃতি

ইউটিউবে খুঁজলে গানটি এখনও পাওয়া যায়। ইন্দীবরের লেখা সেই গানটি সুর দিয়েছিলেন হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। ১৯৮৩ সালের ১৭ আগস্ট নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ কনসার্টে গানটি পরিবেশনের জন্যই তৈরি হয়েছিল। যে কনসার্টের সঙ্গে জড়িয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটের একটি গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত এবং অবশ্যই সদ্য প্রয়াত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। হ্যাঁ, লতা মঙ্গেশকর এবং অবশ্যই লতা মঙ্গেশকর। ঘটনাচক্রে তিনিই সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেটের মান বাঁচিয়েছিলেন। আজ যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মধ্য গগনে, সেই সময় ফিরে দেখা যাক ৪৩ বছর আগের সেই স্মৃতি। কারণ কনসার্টের পুরো পরিকল্পনা তাঁর ওপর নির্ভর করেই রচিত হয়েছিল। পর্দায় '৮৩' সিনেমা আসায় অনেকের কাছে ভারতের প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ বা প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়ের স্মৃতি টাটকা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে আবার সেই ইতিহাস তৈরির কারিগরদের বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ মিলেছে। সেই সময় যাঁরা তরুণ, আজকে তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে ন্। তাঁদের এই বিশেষ কনসার্টের উদ্যোগের বিষয়ে ধুলোমাখা স্মৃতি রয়ে গেলেও বর্তমান দিনে প্রজন্মের কাছে সেদিনের সেই বিশেষ উদ্যোগের কারণ অবিশ্বাস্য লাগাটাই স্বাভাবিক। ১৭ আগস্ট ১৯৮৩-তে একটি বিশেষ কনসার্ট আয়োজন করে সদ্য বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের কিছু আর্থিক পুরস্কার তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল তৎকালীন বিসিসিআইয়ের কর্তা-ব্যক্তিরা। কারণ সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তহবিলে এত টাকা ছিল না যে, তাঁরা কপিল দেবের ছেলেদের হাতে কোনও অর্থ পুরস্কার-স্বরূপ তুলে দেবেন। তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি (১৯৮২-৮৫) এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এন কে পি সালভে তাঁর জীবনীতে খেলোয়াড়দের আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''রাজ সিং দুঙ্গারপুর একটি চমৎকার প্ল্যান নিয়ে এসে দেখা করে জানালেন যে, দিল্লিতে লতা মঙ্গেশকরের একটি কনসার্ট আয়োজন করে টাকা তোলা যেতে পারে। এছাড়া সেই সময় বোর্ডের হাতে অন্য কোনও উপায় ছিল না। কারণ সেই সময় বোর্ডের আর্থিক অবস্থা আজকের দিনের মতো ছিল না।দ ২০০৪ লতা মঙ্গেশকরের ৭৫তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ সিং দুঙ্গারপুর তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে জানিয়েছিলেন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করে কীভাবে লতা মঙ্গেশকর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মুখরক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। দুঙ্গারপুরের লেখনী থেকে জানা যায়, লতা মঙ্গেশকরের পরিবারের সঙ্গে তাঁর বাড়ির পাশে টেনিস খেলতে যাওয়ার সময় দুঙ্গাপুরের পরিচয় হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে সেরকমই কোনও একদিন লতার মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ সিং। মঙ্গেশকর পরিবারে চায়ের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছিলেন দুঙ্গাপুর। পরিচয় সূত্র সেখান থেকেই শুরু। আরও পরে সত্তরের দশকে লন্ডনে লতা মঙ্গেশকরের একটি কনসার্ট আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন রাজ সিং দুঙ্গাপুর। ফলে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দুঙ্গাপুরের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছিল। লতা মঙ্গেশকর নিজে ক্রিকেটের বিষয়ে বেশ খবরাখবরও রাখ তেন। মুম্বইয়ে লতা মঙ্গেশকর পরিবারের পাশেই ছিল সেই সময়ের বিখ্যাত ক্রিকেটার দিলীপ সারদেশাইদের বাড়ি। মঙ্গেশকর এবং সারদেশাই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট। শুভ্রাংশু রায়ের লেখা থেকে জানা যায়, পরে এক রেডিও অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন, ''প্রস্তাব পাওয়া মাত্র বলেছিলাম আমি নিশ্চয় অনুষ্ঠান করব।ক্স্ন জানা যায় ১৭ আগস্ট সকালে দিল্লি পৌঁছান লতা। সন্ধ্যায় কনসার্টে অংশগ্রহণ করেন। সুরেশ ওয়াদেকর এবং মুকেশপুত্র নীতিন মুকেশ সঙ্গে ছিল। সেদিন রাজীব গান্ধীও কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন। যে কথাটি লতা মঙ্গেশকর কোনও দিনই প্রকাশ্যে বলেননি যে, সেদিনের অনুষ্ঠানের জন্য লতাজি নিজে একটি টাকাও নেননি। পরে এন কে পি সালভের বয়ান থেকে জানা যায়, পুরো কনসার্ট থেকে ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল বোর্ডের। যার ফলস্বরূপ প্রত্যেক বিশ্বজয়ী টিমের খেলোয়াড়ের হাতে ১ লক্ষ টাকা করে তুলে দেওয়া হয় স্বীকৃতিস্বরূপ। ঘটনাচক্রে লতা মঙ্গেশকর নিজে লর্ডসে উপস্থিত ছিলেন ফাইনাল ম্যাচে। পিটিআইকে ১৭ আগস্ট ১৯৮৩ এক সাক্ষাৎকারে লতা বলেছিলেন, তআমি লর্ডসে ফাইনাল খে লাটি দেখেছিলাম। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আমরা দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্ব খেতাব জয়ে সমর্থ হয়েছি। খুব স্বাভাবিক কারণে এই কৃতিত্বের জন্য একজন ভারতবাসী হিসেবে আমার ভীষণই গর্ব হয়েছিলখ আমি কপিল দেব ও তাঁর দলের সদস্যদের আমার হোটেলে ফাইনাল ম্যাচের আগে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। পরে সেই টিমই ইতিহাস তৈরি করে। পরে রেডিও সাক্ষাৎকারে লতা নিউ দিল্লির তৎকালীন ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়ামে আয়োজিত সেদিনের কনসার্টের বিষয়ে বলেছিলেন, তসেদিনের অনুষ্ঠানের সময়সীমা ছিল চার ঘণ্টা। আমার মনে আছে, কপিল দেবের সেই বিশ্ব বিজয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যই আমার সঙ্গে স্টেজে আমার ভাই পণ্ডিত হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুর করা একটি গানে গলা মিলিয়েছিল। বিশেষ করে মনে আছে কপিল দেব আর সুনীল গাভাসকর আমার ঠিক পাশে দাঁড়িয়েই গানটিতে গলা মিলিয়েছিলেন।দ ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে কোনও বিজয়কে ঘিরে সংগীত রচনার উদাহরণ এটাই ছিল প্রথম। মনে রাখতে হবে ভারতে থিম সংয়ের ধারণা তখনও প্রবেশ করেনি। লতা মঙ্গেশকরের এই কনসার্ট নিয়ে রাজধানী শহর নিউ দিল্লিতে তুমুল আগ্রহ তৈরি করেছিল। এটাও স্মরণ করার দরকার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য দলগত খে লায় '৮৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগেও বড় সাফল্য এসেছিল। '৬২-তে ফুটবলে এশিয়ান গেমসে সোনা এসেছিল। হকিতে অলিম্পিক গেমসের কয়েকটি সোনা বাদ দিলেও ১৯৭৫ ভারত হকিতে বিশ্বকাপ জয়ী হয়েছিল। কিন্তু সেই সব সাফল্য শেষে কৃতীদের প্রাপ্তি ছিল প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি সঙ্গে চা বা ডিনার পার্টি এবং গ্রুপ ছবি বা সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা ফুলের বোকে, স্মারক-সহ সংবর্ধনা। ক্রিকেট বিশ্বজয়ের পরে রাজধানীতে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে ফান্ড রাইজিং কনসার্ট আয়োজন করা এবং খে লোয়াড়দের লাখ টাকা আর্থিক মূ ল্যে পুরস্কৃত করা সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অন্য ধরনের আলোড়ন তৈরি করেছিল। এদেশে ক্রিকেটের সঙ্গে বিনোদন জগতের শক্তপোক্ত গাঁটছড়া যেন সেদিনের কনসার্টের মাধ্যমে বাঁধা হয়েছিল। লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে অবশ্য বোর্ডের সুসম্পর্ক আজীবন বজায় ছিল। প্রায় দুই দশক পরে, ২০০১-এ পুণে শহরে লতা মঙ্গেশকর তাঁর বাবার দীননাথ মঙ্গেশকর নামে হাসপাতাল তৈরি করার সময় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। ২০০৩ বিশ্বকাপের পরে ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। সেই ম্যাচ-বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ দীননাথ মঙ্গেশকর হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের তহবিলে দান করা হয়। লতা মঙ্গেশকরের নাম আরও অন্য খেলার সংস্থার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৮৮ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রি প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে তাঁর এবং অমিত কুমার নাইটের স্মৃতি আজও কলকাতার অনেক ফুটবলপ্রেমীদের মনে টাটকা। যদিও সেটি পুরোদস্তুর পেশাদার শো ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের সম্পর্কের বিষয়ে আরও অনেক কিছুর উল্লেখ করা যায়। ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়ামের (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়াম) সেই কনসার্টে ভারতের নাইটিঙ্গেল বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গিয়েছিলেন 'ভারত বিশ্ব বিজেতা'। নিউ দিল্লি-সহ ভারতজুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেটের টেক অফের সঙ্গে সেই কারণেই জড়িয়ে আছে লতা মঙ্গেশকরের নাম। বিসিসিআই এখ ন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট সংস্থা। এই সময়কার ক্রিকেটাররা মোটা টাকা বেতন পান। অথচ আজ থেকে চার-পাঁচ দশক আগেও বাঙ্ম স্তবটা এমন ছিল না। তবে সব ভালোর একটা শুরু থাকে। সেই শুরুটা সে দি ন ক রে ছি লে ন ল তা মঙ্গেশকর।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/24/2026 3:04 AM Page 18

দার্জিলিংয়ে চাঁদনি রাতে চা পাতা তুলতে দেখা যাবে টয়ট্রেন থেকে !

পর্যটকদের জন্য বড় উপহার হিমালয়ান রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চাঁদনি রাতে জ্যোৎস্নায় ভেসে পাহাড়ের গা বেয়ে ট্রেন সফর করতে চান! চা পাতা তুলতে দেখতে চান? মোটেও হেয়ালি নয়। পর্যটক টানতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এমনই অভিনব রোমান্টিক সফরসূচি সাজিয়েছে। কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিতে প্রকল্পের নামকরণ হয়েছে 'মহারানি গ্রেট এসকেপ'। বিলাসবহুল চার্টার্ড ওই পরিষেবা মার্চ মাস থেকে প্রতি পূর্ণিমার রাতে মিলবে।ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯২০ সালে কোচবিহারের মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী মহারানি ইন্দিরা দেবী শৈলশহরের উইন্ডমেয়ার হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। তিনি ছিলেন বরোদার মহারাজা তৃতীয় সয়াজিরাও গায়কোয়াড়ের মেয়ে।

কিন্তু পাহাড়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একঘেয়েমি লাগায় বেরিয়ে আসতে চান। সুযোগ বুঝে ডিএইচআর-এর তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজারের সাহায্যে সেখান থেকে গোপনে বেরিয়েও যান। ওই সময় ডিএইচআরের ম্যানেজার ছিলেন আরজি এডিস। এরপর জ্যোৎস্নারাতে টয়ট্রেনে নিজের মতো করে পার্টির আয়োজন করেন মহারানি এবং কাউকে কিছু জানতে না-দিয়ে সমতলে নেমে আসেন। ১০৬ বছরের প্রাচীন সেই ইতিহাস আবার ফিরছে 'মহারানি গ্রেট এসকেপ' পরিষেবার হাত ধরে।১৯২০ সালে কোচবিহারের মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী মহারানি ইন্দিরা দেবী শৈলশহরের উইন্ডমেয়ার হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। ১০৬ বছরের প্রাচীন সেই ইতিহাস আবার ফিরছে 'মহারানি গ্রেট এসকেপ' পরিষেবার হাত ধরে।

মার্চ থেকে সেটা উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। প্রতি পূর্ণিমার রাতে মিলবে অভিনব নস্টালজিক পরিষেবা। ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দার্জিলিং থেকে নির্দিষ্ট ট্রেন যাত্রা শুরু করবে। যাত্রার মাঝে পর্যটকদের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। ট্রেনে তিব্বতি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। রংটং থেকে সুকনা হয়ে গুলমায় যাত্রা শেষ হবে। সেখানে লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের আয়োজন থাকবে। পাশাপাশি থাকবে রাজকীয় ডিনারের ব্যবস্থা।

বরাত ভালো থাকলে চাঁদনি রাতে জ্যোৎস্নায় চা পাতা তোলার দৃশ্য উপভোগের সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।কার্যত এবারের গরমের ছুটিতে যারা দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছকে রেখেছেন, তাঁদের জন্য রোমাঞ্চকর অনেক কিছুই অপেক্ষা করছে। টয়ট্রেনের যাত্রার পাশাপাশি বনদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে ট্রেকিং, হাইকিং, গোর্খা জনজাতির খাওয়াদাওয়া, নাচগানের মতো আয়োজনও থাকবে। এমন অভিনব উদ্যোগ দেশে প্রথম বলেই দাবি ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের। এমনিতেই ১৪৫ বছরের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সম্মানপ্রাপ্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে 'কু ঝিক ঝিক' আওয়াযে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলার মজাই আলাদা। ডিএইচআরের অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী বলেন, হেরিটেজ টয়ট্রেনে এখানকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশের সঙ্গে পর্যটকদের মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে এমন পরিকল্পনা।'মহারানি গ্রেট এসকেপ' ছাড়াও মিলবে বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইল এবং টি টিম্বার ট্রেইল। এই চার্টার্ড পরিষেবা ইতিমধ্যে বাজিমাত করেছে ডিএইচআর। কার্শিয়াং বনবিভাগ সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ওই চার্টার প্রকল্প চলছে। বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইলটি চলছে টুং থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত। সকাল ১০টায় পর্যটকরা ডাউহিলে একত্রিত হন। সেখান থেকে বনকর্মীদের সঙ্গে চলে দু'ঘণ্টার ট্রেকিং। ট্রেকিংয়ের মধ্যে রয়েছে ফরেস্ট মিউজিয়াম, হেভেন ভিউ পয়েন্ট এবং শতাব্দী প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ ঘুরে দেখা। এরপর সেখান থেকে কার্শিয়াং রেল স্টেশনে পৌঁছে যান পর্যটকরা।

সেখান থেকে টয়ট্রেনে মহানদী হয়ে গিদ্দা পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নেতাজি মিউজিয়াম ঘুরে দেখেন পর্যটকরা। সেখান থেকে কার্শিয়াংয়ে ফেরা।বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইলটি চলছে টুং থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত। সকাল ১০টায় পর্যটকরা ডাউহিলে একত্রিত হন। সেখান থেকে বনকর্মীদের সঙ্গে চলে দু'ঘণ্টার ট্রেকিং। ট্রেকিংয়ের মধ্যে রয়েছে ফরেস্ট মিউজিয়াম, হেভেন ভিউ পয়েন্ট এবং শতাব্দী প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ ঘুরে দেখা। টি টিম্বার ট্রেইল পর্যটকদের পাহাড়ের প্রকৃতি ও চা-বাগানের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াবে। ওই পরিষেবার জন্য সিপাহিধুরা চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করেছে ডিএইচআর।

সেটা চলবে সুকনা থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত। সুকনা থেকে সকালে চার্টার্ড টয়ট্রেন ছাড়বে। রংটংয়ে সিপাহিধুরা চা-বাগানের কাছে ট্রেন দাঁড়াবে।

সেখানে চা-পাতা তোলা, চা-পাতার কারখানা, টি টেস্টিং সেন্টার দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। সঙ্গে স্থানীয় গ্রামের খাবার, সামগ্রী কিনতে পারবেন। কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, পর্যটকরা ঘন জঙ্গল, অর্কিড বাগান দেখবেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য বনকর্মী ও গাইড থাকবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।